পর কংকর মারা উত্তম; আর তাহাদিগকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মিনায় পৌঁছিয়া কংকর মারা যেন ছোবেহ-ছাদেকের মুহূর্ত পূর্বেও অনুষ্ঠিত না হয়। কারণ দশ তারিখে কংকর মারা যে ওয়াজেব উহা আদায় হওয়ার নির্দ্ধারিত সময় হইল সূর্য্যোদয়ের পরে। অবশ্য দুর্বলদের জন্য সূর্য্যোদয়ের পূর্বে উহা আদায় করার অনুমতি আছে, কিন্তু ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে কংকর মারিলে তাহা বাতিল গণ্য হইবে।

৮৭৪। হাদীছঃ—সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁহার পরিবারের দুর্বল লোকদিগকে আগে রাখিতেন। তাহারা নয় তারিখ দিবাগত রাত্রে মোযদালেফায় মাশয়ারুল-হারাম নামক পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করিয়া নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লার জিকর করিত। অতঃপর তথায় রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি আসিবার পূর্বে এবং মিনার দিকে তাঁহার যাত্রা করার পূর্বে ঐ দুর্বল লোকগণ মিনার দিকে যাত্রা করিত। তাহাদের কেহ ফজর নামাযের সময় মিনায় পৌঁছিত কেহ আরও একটু পরে পৌঁছিত। তাহারা মিনায় পৌঁছিয়াই জামরা আকাবায় কংকর মারিত। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁহার পরিবারের দুর্বলদের ব্যাপারে এই ব্যবস্থা করিয়া বলিতেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সব বিষয়ে অনুমতি দিয়াছেন। (২২৭ পৃঃ)

তামাত্তো' হজ্জ

সাধারণতঃ তামাত্তো'-হজ্জে মক্কা শরীফ উপস্থিত হইয়া ওমরার সংক্ষিপ্ত কার্য্য আদায় করতঃ এহরাম ভঙ্গ করা হয়। এই এহরাম ভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া অনেকে তামাত্তো'-হজ্জের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু তাহা অবাস্তব—ইহাই নিম্নের হাদীছে ব্যক্ত করা হইতেছে।

৮৭৫। হাদীছঃ—আবু জামরা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি তামাত্তো'-হজ্জ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে ঐ হজ্জ করার আদেশ করিলেন। তামাত্তো'-হজ্জে একটি কোরবাণী করিতে হইবে বলিয়া কোরআন শরীফের আয়াতে উল্লেখ আছে (২ পাঃ ৮ রুঃ দ্রষ্টব্য); আমি তাঁহাকে সেই কোরবাণী সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, একটি উট বা গরু বা বকরী কিম্বা উট-গরুর সপ্তম অংশ। (ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আদেশ মতে আমি তামাত্তো'-হজ্জ করিলে) কিছু সংখ্যক লোক উহা নাপছন্দ করিল। আমি স্বপ্নে দেখিলাম, এক ব্যক্তি আমাকে বলিতেছে, হজ্জও কবুল এবং তৎসঙ্গের ওমরাও কবুল (অর্থাৎ তামাত্তো-হজ্জ কবুল হইয়াছে।) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইয়া আমি তাঁহার নিকট আমার স্বপ্ন ব্যক্ত করিলাম। তিনি আনন্দে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলেন এবং বলিলেন, তামাত্তো'-হজ্জ আবুল কাসেম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামেরই সুন্নত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে তাঁহার অতিথি হওয়ার জন্য বলিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাকে আমার নিজস্ব মাল হইতে পুরস্কার দিব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, ঐ স্বপ্নের দরুণ যাহা তুমি দেখিয়াছ।

ব্যাখ্যা ঃ—বিদায়-হজ্জে নবী (দঃ) নিজে হজ্জে-কেরাণ করিয়াছিলেন, সাথীদের মধ্যে যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু ছিল না তাহাদের হজ্জ তামাত্তো-হজ্জ করার আদেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তামাত্তো'-হজ্জ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছুন্নত এবং ইহা হজ্জে-এফরাদ তথা শুধু হজ্জ হইতে উত্তম। এই একটি সুন্নতের প্রতি লোকদের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়াছিল। উল্লিখিত ঘটনায় স্বপ্নের দৈব বাণীতে ছুন্নতটির বিরুদ্ধে বিভ্রান্তির খণ্ডন হইয়াছে, তাই আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) এত আনন্দিত। ছাহাবীদের নিকট ছুন্নতের মর্য্যাদা কিরূপ ছিল তাহা লক্ষণীয়!

কোরবাণীর উট সঙ্গে লইলে প্রয়োজনে আরোহণ করা

৮৭৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, (সে অতি কষ্টে হাটিয়া চলিতেছে, অথচ) তাহার সঙ্গে হরম শরীফে কোরবাণী দেওয়ার নিয়্যতে একটি উট রহিয়াছে। রসুলুল্লাহ(দঃ) তাহাকে উহার উপর আরোহণের আদেশ করিলেন। সে বলিল—ইহাত কোরবানীর জানোয়ার! রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনরায় তাহাকে উহাই বলিলেন। তৃতীয়বার ক্রোধ স্বরে বলিলেন, আরোহণ কর।

৮৭৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে কোরবাণীর উট হাকাইয়া চলিয়াছে; (আর সে অতি কষ্টের সহিত পায়ে হাটিতেছে; উটটির উপর আরোহণ করে না।) নবী (দঃ) তাহাকে বলিলেন, উটটির উপর আরোহণ কর। সে বলিল, ইহাত কোরবাণীর জন্য! নবী (দঃ) বলিলেন, উহার উপর আরোহণ কর—এইরূপে তিনবার বলিলেন।

মক্কায় প্রেরিত কোরবাণীর জানোয়ার চিহ্নিত করা এবং অন্যের সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া

৮৭৮। হাদীছ ঃ—মেছওয়ার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (ষষ্ঠ হিজরী সনে) ওমরা করার উদ্দেশ্যে প্রায় দেড় হাজার ছাহাবীগণকে লইয়া মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জুল-হোলায়ফা নামক স্থানে পৌছিয়া নিজের সঙ্গে পরিচালিত কোরবাণীর জানোয়ার সমূহের গলায় নিদর্শনরূপে মালা লটকাইয়া দিলেন এবং উহাদের পিঠের কুজের এক পার্শ্বের চামড়া চিরিয়া চিহ্নিত করিয়া দিলেন। অতঃপর ওমরার এহরাম বাঁধিলেন।

৮৭৯। হাদীছ ঃ—গভর্ণর যেয়াদ আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ইবনে আববাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে কোরবাণীর পশু মক্কা শরীফে কোরবানী করার জন্য পাঠাইয়া দেয় উক্ত পশু কোরবাণী না হওয়া পর্য্যন্ত

ঐ ব্যক্তির উপর ঐ সব কার্য্য হারাম থাকে যাহা হাজীদের উপর এহরাম অবস্থায় হারাম হয়। এই কথার প্রতিবাদে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক মক্কায় প্রেরিত কোরবাণীর জানোয়ার সমূহের গলার মালা দিবার জন্য আমি নিজ হস্তে দড়ি পাকাইয়া দিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ দড়ি দ্বারা স্বয়ং উহাদের গলায় মালা বানাইয়া দিয়াছেন এবং আমার পিতা আবু বকরের সঙ্গে ঐ সব জানোয়ার মক্কায় প্রেরণ করিয়াছেন। (ইহা নবম হিজরী সনের ঘটনা) রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনাতেই অবস্থান করিয়াছেন এবং এমরাম অবস্থায় নয়, বরং সাধারনরূপে অবস্থান করিয়াছেন—কোরবাণীর জানোয়ার মক্কায় প্রেরণের দরুণ কোন রকমের বাছ-বিচার মোটেই করেন নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রাচীনকাল হইতেই এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, শত দুষ্ট প্রকৃতির লোক হইলেও সে মক্কায় প্রেরিত কোরবাণীর জানোয়ার সমূহকে আক্রমণ করিত না, এমনকি উহাদের সঙ্গী রক্ষণাবেক্ষণকারীকেও কোন প্রকার কষ্ট দিত না। এই সুফল লাভের জন্য প্রত্যেকেই ঐরূপ জানোয়ারকে দেশ প্রথানুযায়ী নিদর্শনযুক্ত করিয়া লইত, যাহাতে সকলেই সহজে উহার পরিচয় পাইতে পারে। মালা দেওয়া হইলে পুরাতন জুতার চামড়া ইত্যাদি অতি মামুলী বস্তুর মালা দেওয়া হইত; কারণ উহা শুধু নিদর্শনরূপেই ব্যবহৃত হইত।

কোরবাণীর জানোয়ার-সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি খয়রাত করা

৮৮০। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে আদেশ করিয়াছেন—যে সব উট তিনি হজ্জ উপলক্ষে কোরবাণী করিয়াছিলেন উহাদের চামড়া এবং জুল্ (ঘোড়া, উট ইত্যাদির পিঠের উপর আবরণের জন্য চাদররূপে যে বস্ত্র বা কম্বল দেওয়া হয়—ঐ সব) খয়রাত করিয়া দিবার জন্য।

স্ত্রীর পক্ষে স্বামী কর্তৃক কোরবাণী করা

৮৮১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জি-কা'দা চান্দের পাঁচ দিন বাকী থাকিতে আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হজ্জের জন্য যাত্রা করিয়াছিলাম। হজ্জ সমাপনান্তে দশই জিলহজ্জ কোরবাণীর দিন আমার নিকট গোশত উপস্থিত করা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই গোশত কিসের? গোশত উপস্থিতকারী ব্যক্তি বলিল, রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় বিবিগণের পক্ষ হইতে গরু কোরবাণী করিয়াছেন, ইহা উহারই গোশত।

মছআলাহ ঃ—স্ত্রীর উপর যদি কোরবাণী ওয়াজেব থাকে এবং স্বামী সেই কোরবাণী দেয়—এরূপ ক্ষেত্রে যদি স্ত্রীর সহিত তাহার কোরবাণী দেওয়া সম্পর্কে কথাবার্তা পূর্বেই সাব্যস্ত করিয়া নিয়া থাকে তবে স্ত্রীর কোরবাণী আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি পূর্বে কথা সাব্যস্ত না করিয়া স্ত্রীর কোরবাণী দেয় তবে সেই কোরবাণী স্ত্রীর পক্ষে আদায় হওয়া

সম্পর্কে মতভেদ আছে; ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) বলিয়াছেন, সেই কোরবাণী আদায় হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ যদি স্ত্রীর কোরবাণী স্বামী কর্তৃক আদায় করার নিয়ম উভয়ের মধ্যে প্রচলিত হয় তবে ত যুক্তিযুক্তরূপেই তাহা আদায় হইয়া যাইবে (শামী, ৪—২৭৫)।

অবশ্য পূর্বাহ্নে স্ত্রীর সহিত কথাবার্তা সাব্যস্ত করিয়া তারপর তাহার কোরবাণী আদায় করাই কর্তব্য। কারণ, অধিকাংশ ইমামগণের মতে পূর্বাহ্নে কথা সাব্যস্ত করা ব্যতিরেকে স্ত্রীর কোরবাণী আদায় হইবে না, বরং সে ক্ষেত্রে অন্য শরীকদেরও কোরবাণী শুদ্ধ হইবে না।

প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের উপর ওয়াজেব কোরবাণী পিতা কর্তৃক আদায় করিয়া দেওয়ার মাছআলাহও এইরূপই।

হাজীদের কোরবাণী মিনায় হইবে

৮৮২। হাদীছ ঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোরবাণী করার স্থানে কোরবাণী করিতেন।

৮৮৩। হাদীছ ঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বীয় কোরবাণীর পশু মোযদালেফা হইতে শেষ রাত্রে অন্য হাজীদের সহিত পাঠাইয়া দিতেন; সেই পশু রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোরবাণী করার স্থানে পৌছানো হইত।

ব্যাখ্যা ঃ—মোযদালেফা হইতে যাত্রা করার নির্দ্ধারিত সময় হইল রাত্রি শেষ হইয়া ছোবহে-ছাদেক হওয়ার পর। অবশ্য মহিলা, বৃদ্ধ ও দুর্বলদের জন্য উহার পূর্বে রাত্র থাকিতেই মোযদালেফা হইতে যাত্রা করা জায়েয। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ শ্রেণীর লোকদের সহিত স্বীয় কোরবাণীর পশু মোযদালেফা হইতে রাত্রেই পাঠাইয়া দিতেন। কারণ, তিনি নিজে নির্দ্ধারিত সময় ছোবেহ-ছাদেকের পরে আসিবেন; তখন অধিক ভিড়ের দরুণ পশু লইয়া চলা কঠিন হইবে।

● হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোরবাণী করার স্থান হইল জামরা-আকাবাহ তথা ১০ই জিলহজ্জ তারিখে সর্বপ্রথম কংকর মারার স্থানের নিকটবর্তী। সেই নির্দিষ্ট স্থানে কোরবাণী করা উত্তম বটে যাহা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) করিতেন, কিন্তু মিনার যে কোন স্থানে কোরবাণী করিলেই সুন্নত আদায় হইবে (শামী, ২—৩৪৪)।

নিজ হস্তে কোরবাণীর জানোয়ার জবেহ করা

৮৮৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজ হস্তে সাতটি * উট কোরবাণী করিয়াছেন। প্রতিটি উটকে দাঁড়ান অবস্থায় উহার

---

* হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায় হজ্জে একশত উট কোরবাণী করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬৩টি নিজ হস্তে জবেহ করিয়াছিলেন। আলোচ্য হাদীছে সাতটির উল্লেখ রহিয়াছে উহা বর্ণনাকারীর উপস্থিতি ও চাক্ষুষ দর্শন অনুসারে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

গলার তলদেশে ছুরি বিদ্ধ করিয়াছেন। (এই ব্যবস্থাকে "নহ'র" বলা হয়; উট জবেহ করার এই ব্যবস্থাই ছুন্নত।) এতদভিন্ন (মদীনা শরীফে হযরত (দঃ) এক সময় যে) দুইটি হৃষ্ট-পুষ্ট সুন্দর দুম্বা কোরবাণী করিয়াছিলেন, তাহাও নিজ হস্তে জবেহ করিয়াছিলেন।

৮৮৫। হাদীছ ঃ—যিয়াদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে একটি উটকে বসাইয়া উহার তলদেশে ছুরি বিদ্ধ করিতেছে। ইবনে ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, উটটিকে দাড় করাও এবং উহার বাম পাওটি মুড়িয়া বাঁধিয়া দাও, তৎপর উহার গলদেশে ছুরি বিদ্ধ কর; ইহাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুন্নত।

ব্যাখ্যা ঃ—গরু, ছাগল, পশু-পক্ষী ইত্যাদি জবেহ করার নিয়ম সর্বসাধারণ্যে প্রসিদ্ধ আছে। উট ব্যতীত সমস্ত জীবকে ঐরূপেই জবেহ করা চাই। উল্লিখিত হাদীছে যে ব্যবস্থা বর্ণিত হইল তাহা একমাত্র উটের জন্য উত্তম।

কোরবাণীর জানোয়ারের কোন অংশ কসাইকে দিবে না

৮৮৬। হাদীছ ঃ— আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে তাঁহার কোরবাণীর জানোয়ার সমূহের সুব্যবস্থা করার জন্য পাঠাইলেন। আমি তাঁহার আদেশানুসারে গোশতসমূহ বন্টন করিলাম এবং ঐ জানোয়ারগুলির চামড়া এবং উহাদের পিঠের উপর আবরণস্বরূপ ব্যবহার্য্য কম্বল বা কাপড়গুলিকেও দান করিয়া দিলাম। তিনি আমাকে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, কসাইকে যেন (তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ) উহা হইতে কোন অংশ দেওয়া না হয়।

ব্যাখ্যা ঃ— চুক্তি বা দেশ-প্রথারূপে কসাইকে বা যে কোন পরিশ্রমীকে তাহার পারিশ্রমিক কোরবাণীর জানোয়ার হইতে দেওয়া জায়েয নহে। অবশ্য তাহার পারিশ্রমিক ভিন্নরূপে আদায় করিয়া একজন মোসলমান ভাই হিসাবে অন্যান্যের ন্যায় তাহাকেও খাইবার জন্য গোশত দান করা জায়েয আছে।

৮৮৭। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায় হজ্জে) এক শতটি উট কোরবাণী দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন এবং আমাকে উহার গোশত বন্টনের আদেশ করিলেন। আমি সমুদয় গোশত বন্টন করিয়া দিলাম; উহাদের পিঠের উপরে ব্যবহৃত জুল্‌ও (গরীবদের মধ্যে) বন্টনের আদেশ করিলেন। আমি তাহাই করিলাম; উহার চামড়াগুলিও বন্টন করার আদেশ করিলেন আমি তাহাও বন্টন করিয়া দিলাম।

যে কোরবাণীর গোশত কোরবাণীদাতা খাইতে পারে

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়াছেন, (এহরাম অবস্থায় কোন বন্য পশু-পক্ষী বধ করা হারাম, তাহা করিলে শাস্তি ভোগ স্বরূপ) বধকৃত

জানোয়ার অনুপাতে কোরবাণী দেওয়া ওয়াজেব হয়; সেই কোরবাণীর গোশত, (তদ্রূপ এহরাম অবস্থায় নিয়ম-কানুন প্রতিপালনে ব্যতিক্রম হইলেও নির্দ্ধারিত বিধান অনুসারে কোরবাণী ওয়াজেব হয় এবং হজ্জের নিয়মাবলীর মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যও কোরবাণী ওয়াজেব হইয়া থাকে। এই সব কোরবাণী) এবং নজর বা মান্নতকৃত কোরবাণীর গোশত কোরবাণীদাতা খাইতে পারিবে না। সাধারণ নিয়মিত কোরবাণীর গোশত সে খাইতে পারিবে।

আতা (রঃ) বলিয়াছেন, তামাত্তো' বা কেরাণ হজ্জে যে কোরবাণী করা ওয়াজেব হয় উহার গোশত কোরবাণীদাতা খাইতে পারে।

১০ই জিলহজ্জের ৪টি আমলের মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ করা

৮৮৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, আমি (১০ তারিখে কংকর মারার পূর্বেই "তওয়াফে-যিয়ারত" করিয়া ফেলিয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাতে কোন গোনাহ হইবে না। সে বলিল, কোরবাণী দেওয়ার পূর্বে চুল ফেলিয়া দিয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, তজ্জন্যও কোন গোনাহ হইবে না। সে বলিল, (১০ তারিখে) কংকর মারার পূর্বেই কোরবাণী করিয়া ফেলিয়াছি! নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাতেও কোন গোনাহ হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—১০ই জিলহজ্জ একের পর এক ৪টি আমল করিতে হয়—(১) কংকর মারা (২) কোরবাণী করা (৩) মাথা মুণ্ডান (৪) তওয়াফে-যিয়ারত করা। এই তরতীবের খেলাফ অজানাভাবে অথবা ভুলক্রমে অগ্র-পশ্চাৎ করার দরুণ কোনও গোনাহ হইবে না বটে, কিন্তু হানাফী মজহাব মতে আসল নিয়মের ব্যতিক্রম করার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি জানোয়ার কোরবাণী করিতে হইবে।

এহরাম খুলিবার সময় মাথা মুড়াইয়া ফেলা

৮৮৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জকালীন (১০ তারিখে এহরাম খোলার সময়) মাথা মুড়াইয়া ফেলিয়া ছিলেন এবং ছাহাবীদের মধ্যেও অনেকেই মাথা মুড়াইয়া ছিলেন। কিছু সংখ্যক লোক চুল কাটিয়া ছিল।

৮৯০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ! যাহারা (হজ্জের এহরাম খুলিতে) মাথা মুড়াইয়া ফেলে তাহাদের প্রতি রহম কর। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, যাহারা চুল কাটে তাহাদিগকেও দোয়ায় শামিল করুন! দ্বিতীয়বারও হযরত (দঃ) এই দোয়াই করিলেন, হে আল্লাহ! যাহারা মাথা কামাইয়া ফেলে তাহাদের প্রতি রহম কর। ছাহাবীগণ এইবারও আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! যাহারা চুল কাটে তাহাদিগকেও শামিল করুন। তৃতীয় বা চতুর্থবারে হযরত (দঃ) বলিলেন, যাহারা চুল কাটে তাহাদিগকেও।

৮৯১। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দোয়া করিলেন—اللهم اغفر للمحلقين "হে আল্লাহ হজ্জ উপলক্ষে যাহারা মাথা মুড়াইয়া ফেলে তাহাদের সমুদয় গোনাহ মাফ করিয়া দিন।" ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, যাহারা চুল কাটে তাহাদিগকেও দোয়ার মধ্যে শামিল করুন! দ্বিতীয়বারও হযরত (দঃ) ঐরূপ দোয়াই করিলেন—হে আল্লাহ! যাহারা মাথা মুড়াইয়া ফেলে তাহাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিন। ছাহাবীগণ এইবারও আরজ করিলেন, যাহারা চুল কাটে তাহাদেরেও শামিল করুন। তৃতীয়বারের পর রসুলুল্লাহ (দঃ) وللمقصرين "এবং যাহারা চুলের কিছু অংশ কাটিয়া ফেলে তাহাদের গোনাহ সমূহও মাফ করিয়া দিন" এই বলিয়া উভয়কেই দোয়ার মধ্যে শামিল করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছ দ্বারা হজ্জ উপলক্ষে পুরুষের জন্য মাথা মুড়াইয়া ফেলার ফজিলত প্রমাণিত হইল। মাথা মুড়াইয়া ফেলিলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিন বা চারবারের দোয়া লাভ হইবে। যে ব্যক্তি চুলের শুধু কিছু অংশ কাটিবে সে মাত্র একবারের দোয়া লাভ করিবে। মহিলাদের মাথা মুড়ানো নিষিদ্ধ। তাহারা চুলের মাথা কর্তন করিবে—এত গুলি চুলের মাথা যাহা পূর্ণ মাথার চুলের অন্ততঃ চতুর্থাংশ হয়।

৮৯২। **হাদীছ ঃ**—মোয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (একবার ওমরার এহরাম খোলাকালে) আমি ধারাল লৌহ-ফলক দ্বারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চুল কাটিয়া দিয়াছিলাম।

মছআলাহ ঃ—চুল যদি কাটা হয় তবে অন্ততঃ মাথার চতুর্থাংশ পরিমাণের চুলের আগা সুস্পষ্ট পরিমাণে কাটা ওয়াজেব। (শামী, ২—২৪৮)

মছআলাহ ঃ—১০ই জিলহজ্জ দিনে জামরা-আকাবায় কংকর মারা এবং কোরবাণী করা এবং চুল কাটিয়া এহরাম খোলার পর মিনার মধ্যে কাজ থাকে শুধু ১১ই তারিখে তিনটি জামরায় কংকর মারা এবং ১২ই তারিখেও তিনটি জামরায় কংকর মারা। সেই কংকর মারার সময় হইল দিনে; তবুও মধ্যবর্তী দুইটি রাত্র মিনাতেই অবস্থান করিতে হইবে। রাত্রে অন্যত্র থাকিয়া দিনের বেলা আসিয়া কংকর মারার কাজ সমাধা করা ইহা নিয়ম বিরোধী কাজ; অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে তাহা করা যাইতে পারে।

কঙ্কর নিক্ষেপ করার বিভিন্ন মছআলাহ

৮৯৩। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ১০ই জিলহজ্জ কোরবাণীর দিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের এক প্রহর বেলার পর কংকর মারিয়াছেন এবং অবশিষ্ট কয়দিন দ্বিপ্রহরের সূর্য্য মধ্য আকাশ অতিক্রম করার পর কংকর মারিয়াছেন!

৮৯৪। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল (১০ই তারিখের পর) কংকর কোন সময় মারিব? তিনি বলিলেন, শাসনকর্তা কোনও

বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে তাঁহার সহিত (তথা তাঁহার প্রবর্তিত ব্যবস্থানুসারে) তুমিও কঙ্কর মারার কাজ সম্পন্ন কর। ঐ ব্যক্তি পুনরায় ঐ প্রশ্নই করিল। তখন তিনি বলিলেন, আমরা (ছাহাবীগণ) অপেক্ষারত থাকিতাম; যখন সূর্য্য মধ্য-আকাশ অতিক্রম করিয়া যাইত তখন কঙ্কর মারিতাম।

মছআলাহ ঃ—হানাফী মজহাব মতে এরূপ অপেক্ষা করিয়া সূর্য্য মধ্য-আকাশ অতিক্রম করার পর কঙ্কর মারা ওয়াজেব, ইহার ব্যতিক্রম করা জায়েয নহে।

৮৯৫। হাদীছ ঃ—আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) জামরা-আকাবায় কঙ্কর মারার সময় নিম্ন প্রান্তে দাঁড়াইয়া কঙ্কর মারিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, অনেক লোক উর্দ্ধ প্রান্তে দাঁড়াইয়া কঙ্কর মারিয়া থাকে। তিনি বলিলেন, আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাঁহার উপর (হজ্জের বিধি-নিষেধ সম্বলিত) কোরআন শরীফের ছুরা-বাকারা নাযেল হইয়াছিল অর্থাৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই স্থানে অর্থাৎ নিম্ন প্রান্তে দাঁড়াইয়া কঙ্কর মারিয়াছেন।

৮৯৬। হাদীছ ঃ—আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি এইরূপে দাঁড়াইয়া জামরা-আকাবাকে সাতটি কঙ্কর মারিয়াছেন যে, বাইতুল্লাহ শরীফের দিক তাঁহার বাম-পার্শ্বে এবং মিনার দিক তাঁহার ডান-পার্শ্বে ছিল এবং প্রতিটি কঙ্কর মারিবার সময় "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিতেছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহার উপর ছুরা বাকারাহ নাযেল হইয়াছিল, তিনি (অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ)) এইরূপই করিয়াছেন অর্থাৎ মক্কা শরীফকে বাম দিকে মিনাকে ডান দিকে রাখিয়া জামরার দিকে মুখ করিয়া কঙ্কর মারিয়াছেন।

৮৯৭। হাদীছ ঃ—সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) "প্রথম জামরা"কে সাতটি কঙ্কর মারিতেন; প্রতিটির সঙ্গেই "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করিতেন। অতঃপর সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া নিম্ন প্রান্তে দীর্ঘ সময় কেবলামুখী হইয়া দাড়াইয়া হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া করিতেন। তারপর "মধ্যম জামরা"কে ঐরূপেই কঙ্কর মারিতেন এবং বাম দিকে আসিয়া নিম্ন প্রান্তে কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইতেন এবং দীর্ঘ সময় হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া করিতেন। অতঃপর "জামরা-আকাবা"কে নিম্ন প্রান্তে দাঁড়াইয়া কঙ্কর মারিতেন উহার নিকটবর্তী কোন স্থানে অপেক্ষা করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি।

মছআলাহ ঃ—দশই জিলহজ্জ জামরা-আকাবায় কঙ্কর মারা এবং চুল ফেলিয়া এহরাম খোলার পর তাওয়াফে-যেয়ারত তথা হজ্জের ফরজ তওয়াফ আদায় করার পূর্বেই সুগন্ধি ব্যবহার করিতে পারে। (২৩৬ পৃঃ ৮০৩ হাদীছ)

ফরজ তওয়াফ করার পূর্বে শুধুমাত্র স্ত্রী ব্যবহার ছাড়া আর সবই করিতে পারে। একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে—অনেকে ভুল করে। মাথার চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিবার পূর্বে জামা-কাপড় পড়া বা সুগন্ধি ব্যবহার করা কিম্বা নখ কাটা ইত্যাদি যে কোন কাজ করিলে কাফফারা ওয়াজেব হইয়া যাইবে। চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিবার পূর্বে ঐরূপ কিছুই করা যাইবে না; চুল ফেলিতে যত বিলম্বই হউক। চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিবার পরেই ঐসব কাজ করা জায়েয হইবে—পূর্বে নহে।

বিদায় তওয়াফ

৮৯৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সকলের প্রতিই এই আদেশ যে, প্রত্যেকেরই মক্কা শরীফ ত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কালে বিদায়ের সময় বাইতুল্লার সহিত শেষ মোলাকাত তওয়াফের দ্বারা অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহাকে বিদায় তওয়াফ বলে। অবশ্য ঋতুবতী নারীকে এই আদেশ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

৮৯৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মিনা ত্যাগের দিন) জোহর, আছর, মাগরেব ও এশার নামায মোহাচ্ছাবে আসিয়া পড়িয়াছিলেন এবং তথায় কিছু সময় আরাম করার পর বাইতুল্লাহ শরীফে উপস্থিত হইয়া (বিদায়) তওয়াফ করিয়াছিলেন।

তওয়াফে-জেয়ারতের পর এবং বিদায়-তওয়াফের পূর্বে ঋতু আরম্ভ হইলে সেই নারী কি করিবে?

৯০০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায়-হজ্জের সময় হযরতের বিবি—) ছফিয়্যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার (বিদায়-তওয়াফের পূর্বে) ঋতু আরম্ভ হইয়া গেল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহা অবগত হইয়া বলিলেন, সে কি আমাদের সকলকে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিবে? (হযরত (দঃ) ভাবিয়াছিলেন, তওয়াফে-জেয়ারত যাহা ফরজ হয়ত তিনি তাহাও শেষ করেন নাই। তাই ঐ তওয়াফের জন্য ঋতু শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিতে হইবে এবং তাহার জন্য হযরতেরও অপেক্ষা করিতে হইবে, ফলে সকলকেই অপেক্ষমান থাকিতে হইবে।) কিন্তু অনেকেই তাঁহাকে জানাইল যে ছফিয়্যা (রাঃ) পূর্বেই তওয়াফে-জেয়ারত করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তবে আর অপেক্ষা করিতে হইবে না।

মছআলাহ ঃ—তওয়াফে-জেয়ারত যাহা কোরবাণী দেওয়ার পর আদায় করা হয় উহা ফরজ। উহা ব্যতিরেকে হজ্জ পূর্ণ হয় না। তাই উহা আদায়ের পূর্বে ঋতু আরম্ভ হইলে ঋতু শেষে ঐ তওয়াফ না করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেই।

বিদায়-তওয়াফ যাহা হজ্জ-কার্য্য সমাপন করিয়া প্রত্যাবর্তনের সময় করা হয় উহা ফরজ নহে, ওয়াজেব বটে, কিন্তু ঋতু অবস্থায় নারীর উপর উহা ওয়াজেবও থাকে না। তাই উহার জন্য অপেক্ষা করা আবশ্যক নহে।

৯০১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন মহিলা যদি তওয়াফে জেয়ারত করিয়া থাকে তবে ঋতু অবস্থায় বিদায় তওয়াফের জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাহাকে চলিয়া যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রথমে ইহার বিপরীত বলিয়া থাকিতেন, কিন্তু পরে তিনিও বলিয়াছেন যে, সত্যই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঋতু অবস্থায় নারীদের জন্য ঐ অনুমতি দান করিয়াছেন।

মোহাচ্ছাবে অবতরণ করা

মিনা ও মক্কা শহরের মধ্য ভাগে একটি স্থানের নাম "মোহাচ্ছাব"। অতীতে মক্কা শহর-সম্প্রসারণ ঐ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ছিল না, সম্পূর্ণ এলাকা জনশূন্য ফাকা ময়দান ছিল। বিদায়-হজ্জে রসুলুল্লাহ (দঃ) মিনায় অবস্থান সমাপ্ত করিয়া ১৩ই জিলহজ্জ তারিখে বিদায় তওয়াফের জন্য মক্কায় প্রত্যাবর্তন কালে তথায় অবতরণ করিয়াছিলেন এবং জোহর, আছর, মগরেব ও এশার নামায তথায়ই পড়িয়াছিলেন, কিছু সময় নিদ্রাও গিয়াছিলেন। অতঃপর মক্কায় আসিয়া বিদায় তওয়াফ করিয়াছিলেন। আনাছ (রাঃ) বর্ণিত ৮৯৯ নং হাদীছে ইহার বর্ণনা আছে।

মক্কা হইতে মদীনার পথ মোহাচ্ছাব এলাকা দিয়াই ছিল, তাই বিদায় তওয়াফের জন্য মক্কা শহরে আসিবার কালে নবী (দঃ) মাল-আছবাব মোহাচ্ছাবেই রাখিয়া আসিয়াছিলেন এবং বিদায় তওয়াফের পর মোহাচ্ছাবেই ফিরিয়া আসিয়া তথা হইতেই মদীনা পানে যাত্রা করিয়াছিলেন।

১৩ তারিখ মিনা হইতে মক্কায় আসাকালে যে, নবী (দঃ) মোহাচ্ছাবে অবতরণ করিয়াছিলেন এ সম্পর্কে অনেক ছাহাবী এবং বিভিন্ন ইমামগণের মত এই যে, ইহা একটি স্বাভাবিক অবতরণ ছিল; হজ্জের নিয়মিত এবাদতের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

৯০২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আবতাহ তথা মোহাচ্ছাব নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি স্বাভাবিক অবতরণস্থল ছিল—শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তথায় মাল-ছামান রাখিয়া তথা হইতে মদীনা পানে যাত্রা সহজ ছিল।

৯০৩। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, মোহাচ্ছাবে অবতরণ শরীয়তের কোন হুকুম নহে। উহা শুধু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি স্বাভাবিক অবতরণস্থল ছিল।

● ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, উক্ত অবতরণ হজ্জের একটি সুন্নত এবাদৎ।* আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উহাকে হজ্জের একটি সুন্নতই গণ্য করিতেন এবং তথায় অবতরণে সচেষ্ট হইতেন। (মোসলেম শরীফ)

৯০৪। হাদীছ ঃ—ওবায়দুল্লাহ (রঃ)কে মোহাচ্ছাবে অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি নাফে (রঃ) হইতে বর্ণনা করিলেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং খলীফা ওমর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তথায় অবতরণ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তথায় জোহর, আছর, মগরেব ও এশার নামায পড়িতেন এবং কিছু সময় নিদ্রা যাইতেন—এই সব আমল নবী (দঃ) করিয়াছেন, বলিয়াও বর্ণনা করিতেন।

৯০৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জের সময় কোরবাণীর পর (১২ তারিখে) মীনার ময়দানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোষণা করিলেন, আগামীকল্য মিনা হইতে রওয়ানার দিন (১৩ তারিখে) আমরা (বিদায় তওয়াফের জন্য মিনা হইতে মক্কা যাওয়ার পথে) মক্কা সংলগ্ন খায়ফে-বনী কেনানা তথা "মোহাচ্ছাব" নামক স্থানে অবতরণ করিব। সেস্থানেই মক্কার বৃহৎ বৃহৎ শক্তি ও গোত্রদ্বয়—কোরায়েশ ও কেনানা (অঙ্কুরেই ইসলামকে বিলুপ্ত ও আল্লার রসুলকে পর্যুদস্ত করার জন্য আল্লার রসুলের সহায়তাকারী) হাশেম বংশ ও মোত্তালেব বংশের বিরুদ্ধে অসহযোগ প্রতিষ্ঠার উপর শপথ করিয়াছিল। তাহারা পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিল যে, আমাদের মধ্যে কেহই হাশেম ও মোত্তালেব বংশীয় কোন লোকের সঙ্গে বিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয়, কোনপ্রকার আচার-ব্যবহার ইত্যাদি করিতে পারিবে না—যাবৎ তাহারা মোহাম্মদ (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)কে আমাদের হস্তে সমর্পন না করে। (২১৬ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—নবুওত প্রাপ্তি তথা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার রসুল নিয়োজিত হওয়ার সপ্তম বৎসরের ঘটনা ইহা। ধীরে ধীরে ইসলামের প্রসার এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাফল্য কোরায়েশ ও মক্কাবাসীকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তাহারা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রাণে বধ করিবে ইহাই স্থির করিল। হযরতের প্রধান সহায়তাকারী স্বীয় চাচা আবু তালেব এই সংবাদ অবগত হইয়া হাশেম

---

* ১৯৫০ ইং সনে আমি নরাধম হজ্জ উদযাপনে মিনা হইতে মক্কায় পায়ে হাটিয়া আসিয়াছিলাম। তখন মোহাচ্ছাব এলাকাটি ফাকা ময়দানই ছিল; শুধু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবতরণস্থলে একটি মসজিদ ছিল। আমরা অতি সহজেই তথায় অবতরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ১৯৫৮ ইং সনে দেখিলাম, মক্কা শহর সম্প্রসারিত হইয়া উক্ত সমুদয় এলাকা শাহী মহল সহ বড় বড় সুরম্য দালান কোঠায় ঘিরিয়া গিয়াছে। উল্লিখিত মছজিদখানা এখনও বিদ্যমান আছে, কিন্তু বাড়ী-ঘরের ঘেরাও এর মধ্যে আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে। কিঞ্চিৎ পায়ে হাটিয়া খোঁজ করিলে বাহির করা সম্ভব হইতে পারে।

ও মোত্তালেব বংশীয় লোকদিগকে একত্র করিলেন। এই বংশদ্বয় কোরায়েশ গোত্রের মধ্যে হযরতের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ছিল, তাই তাহারা স্বীয় প্রথা ও রীতি অনুযায়ী অন্যান্যদের বিরুদ্ধে স্বীয় ঘনিষ্ঠের রক্ষা ও সহায়তায় উদবুদ্ধ হইল এবং আবু তালেবের কথায় হযরতের রক্ষণাবেক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়া তাঁহাকে নিজেদের বস্তিতে নিয়া আসিল।

অন্যান্য কোরায়েশগণ হাশেম ও মোত্তালেব বংশদ্বয়ের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অসহযোগ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিল। এমনকি, মক্কার প্রভাবশালী অধিবাসী—অন্যান্য কোরায়েশ ও কেনানা গোত্রদ্বয় "মোহাচ্ছাব" নামক ময়দানে একত্রিত হইয়া আনুষ্ঠানিকরূপে এই অসহযোগিতার উপর শপথ গ্রহণ করিল। অসহযোগিতার বিষয়বস্তু একটি শপথনামা আকারে লিখিত হইল এবং তৎকালীন প্রথানুযায়ী বিশেষ দৃঢ়তা প্রকাশার্থে ঐ শপথনামার একটি নকল আল্লার ঘরে লটকাইয়া রাখা হইল।

হাশেম ও মোত্তালেব বংশদ্বয় স্ব স্ব প্রতিজ্ঞার উপর অটল রহিল; কোন ভয়-ভীতিই তাহাদিগকে দমাইতে পারিল না। তাহারা স্বীয় বস্তির মধ্যে অবরুদ্ধ জীবন-যাপন করিতে লাগিল। সমগ্র দেশ তাহাদের প্রতি অসহযোগিতায় মাতিয়া উঠিল। জীবন-ধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি সংগ্রহ করা পর্য্যন্ত তাহাদের জন্য দুরূহ হইয়া উঠিল। এমনকি, তাহারা বৃক্ষপত্রের সাহায্যে জীবনধারণে বাধ্য হইল, কিন্তু তথাপিও প্রতিজ্ঞাচ্যুত হইল না—হযরত (দঃ)কে শত্রুদের হাতে অর্পণ না করায় অটল থাকিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও আবু তালেব এবং আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বংশদ্বয়ের লোকজন দীর্ঘ তিন বৎসরকাল এইরূপে বন্দী-জীবনের ন্যায় সমগ্র দেশ-খেশ হইতে বিচ্ছিন্ন জীবন অতিবাহিত করিলেন।

অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা স্বীয় চাচা আবু তালেবকে এই সংবাদ শুনাইলেন যে, তাহারা শপথ নামার যে দুইটি কপি লিখিয়াছিল, উহার একটি নিজেদের নিকট রাখিয়াছিল এবং অপরটি কা'বা ঘরে লটকাইয়া রাখিয়াছিল। উহার একটির মধ্যে প্রারম্ভিক ও শপথ ইত্যাদিতে লিখিত আল্লার নামসমূহ এবং অপরটির মধ্যে আল্লার নাম ব্যতীত অন্যান্য লিখিত বিষয়বস্তুসমূহ ঘুণ পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে। (ইহার মধ্যে বোধ হয় এরূপ ইঙ্গিত নিহিত ছিল যে—আল্লাহ দ্রোহিতামূলক অন্যায় অত্যাচারের অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞাসমূহ আল্লার নামের সহিত বিজড়িত রাখা হইল না।)

আবু তালেবের নিকট ইহা বহু পরীক্ষিত ছিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন সংবাদ অবাস্তব হয় না। তাই তিনি তাঁহার এই সংবাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতঃ কয়েক জন সঙ্গীকে লইয়া মসজিদে-হারামে উপস্থিত হইলেন এবং কোরায়েশ-দিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার ভাতিজা আমাকে একটি আশ্চর্যজনক অদৃশ্য সংবাদ জানাইলেন। আমি মনে করি, এই সংবাদের সত্যাসত্য পরীক্ষার উপরই তাঁহার সম্পর্কিত

বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লওয়া উচিত। তিনি খবর দিয়াছেন, তোমাদের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিজ্ঞাসমূহ আল্লার নামের সহিত বিজড়িত অবস্থায় বাকী থাকে নাই। যদি এই সংবাদ সত্য হয় তবে তোমাদের আশু কর্তব্য এই যে, তোমরা স্বীয় গোড়ামী পরিত্যাগ কর। স্মরণ রাখিও—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা কস্মিনকালেও তাঁহাকে তোমাদের নিকট অর্পণ করিব না। হাঁ—যদি ঐ সংবাদ অবাস্তব হয় তবে এখনই আমরা তাঁহাকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব। এই মীমাংসায় তাহারা সম্মত হইয়া শপথনামা খুলিয়া দেখিতে পাইল সত্য সত্যই ঐ অবস্থাই সংঘটিত হইয়াছে। এই ঘটনা দৃষ্টে তাহারা তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী ইহাকে হযরতের যাদুবিদ্যার ক্রিয়া বলিয়া আখ্যায়িত করিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কয়েক জন লোকের প্রচেষ্টায় এই পরীক্ষার উপর শপথ ছিড়িয়া ফেলা হইল এবং অসহযোগিতা প্রত্যাহৃত হইল। (ফতহুল-মোলহেম)

তৎপর সুদীর্ঘ প্রায় ষোল বৎসর পরে ইসলামের উন্নতি ও প্রভাব বিস্তারের চরম অবস্থায় বিদায়-হজ্জকালীন রসুলুল্লাহ (দঃ) অতীত জীবনের দুঃখ-যাতনার অবস্থাসমূহ স্মরণ করতঃ বর্তমান জীবনের উপর প্রাণ ভরিয়া স্বীয় মাবুদের শোকরিয়া আদায় করার জন্য সেই "মোহাচ্ছাব" ময়দানে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কেয়ামত পর্য্যন্ত হযরতের উম্মতগণেরও কর্তব্য—হজ্জের সফরকালে ঐ স্থানে অবতরণ করতঃ হযরতের সাধনার লক্ষ্য করা এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চরম দুর্দিনের বিনিময়ে ইসলামের চরম সুদিনের উপর আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করা।

"জু-তুয়া" স্থানে অবতরণ

৯০৬। হাদীছ ঃ—নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কায় প্রবেশ করিতে "জু-তুয়া"* নামক স্থানে রাত্রি স্থাপন করিতেন এবং ভোর বেলায় মক্কা শহরে প্রবেশ করিতেন। আর মক্কা হইতে যাত্রাকালেও জু-তুয়ার পথেই যাইতেন এবং ভোর পর্য্যন্ত রাত্রি যাপন করিতেন। তিনি বর্ণনা করিতেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ করিয়াছেন।

---

* পূর্বোল্লিখিত "মোহাচ্ছাব" স্থানটি বাইতুল্লাহ শরীফ তথা মক্কা শহরের কেন্দ্রীয় স্থান হইতে এক মাইলের অধিক দূরে। আর আলোচ্য "জু-তুয়া" স্থানটি বাইতুল্লাহ শরীফের অনতি দূরেই। হযরতের যুগে হযরত এই স্থানটি মক্কার শহরতলি ছিল, কিন্তু এখন উহা মক্কা শহরেরই একটি মহল্লা। আমরা ইহাকে এই নামেই পরিচিত পাইয়াছি। উক্ত মহল্লায় মসজিদ আছে, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবতরণের স্থল ঐ মসজিদের স্থানে নয়। উহার নিকটবর্তীই একটি কূপ; সেই কূপের নিকটেই হযরত (দঃ) অবতরণ করিয়া ছিলেন বলিয়া সাব্যস্ত। উক্ত কূপকে কেন্দ্র করিয়া তথায় একটি গুম্বজের ন্যায় নির্মিত ১৯৫০ ইং সনে দেখিয়াছি।

রসুলুল্লার (দঃ) বিদায়-হজ্জ*

হিজরতের পূর্বে রসুলুল্লাহ (দঃ) অনেক হজ্জই করিয়াছেন, এমনকি হয়ত প্রতি বৎসরই হজ্জ করিয়া থাকিতেন। হিজরতের পর অষ্টম হিজরী পর্য্যন্ত ত হজ্জ করা হযরতের জন্য অসাধ্য ছিল; যেহেতু মক্কা শত্রু কবলিত ছিল। অষ্টম হিজরীর শেষ ভাগে মক্কা জয় হইল; ঐ বৎসর তিনি হজ্জের সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। নবম হিজরীর বৎসরও নবী (দঃ) নিজে হজ্জে গেলেন না, আবু বকর (রাঃ)কে আমীরুল-হজ্জ নিয়োজিত করিলেন; তিনি হজ্জ গমনেচ্ছু মোসলমানদিগকে নিয়া হজ্জ সমাপন করিয়া আসিলেন। হযরতের হজ্জে এই বিলম্বের হেতু ও কারণ হয়ত অনেকই ছিল, কিন্তু এই সুযোগে বিশেষ দুইটি সুফলও ফলিয়াছিল।

(১) নবম হিজরী পর্য্যন্ত আরবে কাফের-মোশরেকরা অবাধে চলাফেরা করিত, এমনকি কাফের-মোশরেক অমোসলেমরাও হজ্জ করিতে আসিত। নবম হিজরী সনে পবিত্র কোর-আনে ছুরা তওয়বার এক বিশেষ ঘোষণা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আরব ভুখণ্ডকে একমাত্র আল্লার অনুগত মোসলেম জাতির জন্য সুরক্ষিত করার পদক্ষেপ হিসাবে তথায় কাফের-মোশরেকদের অবস্থান ও অবাধ চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। ঘোষণার তারিখ নবম হিজরী ১০ই জিলহজ্জ হইতে চার মাসের অবকাশ প্রদান করা হইল। এমনকি যাহাদের সঙ্গে অনির্দিষ্টকালের সহ-অবস্থান চুক্তি সম্পাদিত ছিল তাহাদিগকে শুধু চার মাস নিরাপত্তা দানের সহিত ঐরূপ সমুদয় চুক্তি বাতিল ঘোষিত হইল। ছুরা তওবার উক্ত ঐতিহাসিক ঘোষণাকে লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিশেষতঃ নবম হিজরী সনের হজ্জ উপলক্ষে পূর্ব নীতি অনুযায়ী সমাগত সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জারী করার জন্য হযরত (দঃ) আলী (রাঃ)কে নিজস্ব যানবাহনে করিয়া বিশেষ প্রতিনিধিরূপে পাঠাইলেন। নিয়মতান্ত্রিক আমীরুল-হজ্জ আবু বকর (রাঃ) সকলকে নিয়া মক্কা পানে যাত্রা করিয়াছিলেন; তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পরে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে জিব্রিল (আঃ) মারফত আদিষ্ট হইয়া হযরত (দঃ) আলী (রাঃ)কে বিশেষরূপে উক্ত দায়িত্ব দিয়া মক্কায় পাঠাইলেন। ঘোষণাটি বিশেষভাবে ঢোল-শোহরত করা হইল এবং স্পষ্ট ভাষায় এই ঘোষণাও দেওয়া হইল— لا يحجن بعد العام مشرك "এই বৎসরের পর কোন কাফের-মোশরেক অমোসলেম হজ্জ করিতে আসিতে পারিবে না।" সুদীর্ঘ হজ্জের কার্য্য বিধি সকলকে প্রত্যক্ষরূপে দেখাইয়া শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য উন্মুক্ত ও বাহিক নিরাপদ পরিবেশের প্রয়োজন ছিল; উল্লিখিত ব্যবস্থা সেই প্রয়োজনেরই সমাধান হইল।

(২) মোসলমানদের সারা জীবনে একবারের একটি বিশেষ ফরজ, যাহার কার্য্যাবলী সুদীর্ঘ এবং জটিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে প্রত্যক্ষরূপে উহার শিক্ষা লাভ করিতে ব্যাপক হারে অধিক সংখ্যায় লোকদের সুযোগ পাওয়ার প্রয়োজন ছিল যাহা সময় সাপেক্ষ। এক

---

* হজ্জ অধ্যায়ে ইমাম বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদটি রাখেন নাই। ৬৩১ পৃষ্ঠায় অন্য প্রসঙ্গে এই পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করিয়াছেন।

বৎসর অধিক সময় পাওয়াতে চতুর্দিকে ব্যাপকহারে লোকগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করার প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হইল। হযরতের পক্ষ হইতেও ব্যাপক ভাবে অধিক প্রচারণা চালাইবার সুযোগ হইল। ফলে (সংখ্যা নির্দ্ধারণকারীদের কাহারও মতে) এই হজে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মোসলমানের সমাবেশ হইল; ঐ সময় মোসলমান শুধু আরবের বিভিন্ন এলাকায়ই সীমাবদ্ধ ছিল। মোসলেম শরীফের হাদীছে জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) দশম হিজরী সনে হজ্জ করিবেন বলিয়া সর্বত্র লোকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাইলেন। ফলে চতুর্দিক হইতে মদীনায় অসংখ্য লোকের সমাবেশ হইল; সকলেরই উদ্দেশ্য রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়া তাঁহার অনুকরণে হজ্জ আদায় করিবে। হযরত (দঃ) স্বীয় উটের উপর ছওয়ার হইলেন, আমি তাঁহার কাফেলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম; এত অধিক সংখ্যক লোকের কাফেলা ছিল যে, হযরতের ডানে, বামে সম্মুখে ও পেছনে আমার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্য্যন্ত লোক ছিল। সকলের মধ্যভাগে ছিলেন রসুলুল্লাহ (দঃ)। হযরতের উপর বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পবিত্র কোনআনের আয়াত নাযেল হইতে ছিল; তিনি স্বীয় আমল ও কার্য্যের দ্বারা পবিত্র কোরআনের কার্যকরী ব্যাখ্যা দেখাইতে এবং আমরা তাঁহার অনুকরণে কাজ করিয়া যাইতে ছিলাম।

হজ্জ অধ্যায়ের প্রায় সমুদয় হাদীছই বিভিন্ন ছাহাবী কর্তৃক সেই বিদায়-হজ্জেরই খণ্ড খণ্ড বর্ণিত হাদীছসমূহ। "বিদায়-হজ্জ" আরবী ভাষায় "হজ্জাতুল-ওয়াদা"-এরই অর্থ। এই আখ্যাটি হযরতের সময়েই ছাহাবীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই হজ্জের পরে অনতিবিলম্বেই ইহজগত হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায় গ্রহণই এই আখ্যার মর্ম ছিল। এই হজ্জের পূর্বক্ষণে এবং সমাপনের মধ্যে হযরত (দঃ) ইহজগত ত্যাগ আসন্ন হওয়ার বিভিন্ন ইঙ্গিত আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে পাইয়াছিলেন—যাহার বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ডে "হযরতকে ইহজগত ত্যাগের সূচনা জ্ঞাপন" পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। উহা লক্ষ্যেই হয়ত হযরত (দঃ) নিজেই এই হজ্জকে বিদায়-হজ্জ আখ্যা দিয়াছিলেন। এই হজ্জে মিনায় অবস্থানকালে হযরতের সুদীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের আরম্ভে হযরত (দঃ) উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, এই বৎসর পরে এই দিনে এই স্থানে হয়ত তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ আর হইবে না। এইভাবে সকলকে বিদায় দানের ভঙ্গিমায় হযরত (দঃ) সেই ভাষণে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাই ছাহাবীগণও সেই আখ্যা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তাঁহার এই আখ্যার অর্থ তখনই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যখন উহার মর্ম—ইহজগত হইতে হযরতের বিদায় বাস্তবায়িত হইয়াছিল।

৯০৭। হাদীছ ঃ—× আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) আমাদের মধ্যে থাকা সময়েই আমরা কথা-বার্তায় হজ্জাতুল-ওয়াদা'—বিদায়-হজ্জ আখ্যাটি ব্যবহার করিতাম। অবশ্য ঐ সময় আমরা লক্ষ্য করিতাম না, বিদায়-হজ্জ আখ্যার মর্ম কি।

× এই হাদীছের প্রথম অংশ ৬৩২ পৃষ্ঠা হইতে এবং অবশিষ্ট ২২৯ পৃষ্ঠা হইতে অনুদিত।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বিদায়-হজ্জের সময় হজ্জ এবং ওমরা এক সঙ্গে করার সুযোগ নিয়াছিলেন (যাহাকে হজ্জে-কেরাণ বলা হয় *।) হযরত (দঃ) নিজের সঙ্গে (৬৩টি) কোরবাণীর উটও নিয়াছিলেন। (মদীনার অনতি দূরে মদীনার দিকের মিকাত) জুল-হোলায়ফা হইতে নিয়মিত ভাবে কোরবাণীর পশুগুলি সঙ্গে পরিচালিত করার বিশেষ ব্যবস্থা * করিয়াছিলেন। তথা হইতে এহরাম বাঁধাকালে প্রথম ওমরা তারপর হজ্জ উভয়টির উল্লেখ করিয়া ছিলেন। তাঁহার অনুকরণে আরও কিছু সংখ্যক লোক ওমরা ও হজ্জ একত্রে করার সুযোগ নিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোরবাণীর পশু সঙ্গে লইয়া ছিল; আর কেহ কেহ তাহা সঙ্গে লয় নাই। মক্কায় পৌছিয়া হযরত (দঃ) লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা দিলেন যে, যাহারা কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনিয়াছে তাহারা ত হজ্জ সমাপ্ত পর্য্যন্ত নিজ নিজ এহরামের উপর স্থির থাকিবে। কিন্তু যাহারা কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনে নাই তাহারা ওমরার দুইটি কার্য্য তথা তওয়াফ ও ছায়ী করিয়া মাথার চুল কাটিয়া এহরাম ভঙ্গ করিবে। অতঃপর (৮ তারিখে) পুনরায় হজ্জের এহরাম বাঁধিবে। (এইরূপে মধ্যস্থলে এহরাম ভঙ্গ করিয়া একই ছফরে প্রথমে ওমরা তৎপর হজ্জ করাকে "হজ্জে-তামাত্তো" বলা হয়। এই প্রকার হজ্জে ১০ তারিখে একটি কোরবাণী করা ওয়াজেব হয়।) যদি কেহ সেই কোরবাণীর জন্য পশু সংগ্রহ করিতে সক্ষম না হয়, তবে হজ্জ অবস্থায় (১০ তারিখের পূর্বে) তিনটি রোযা এবং বাড়ী আসিয়া সাতটি (মোট দশটি) রোযা রাখিবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় পৌছিয়া তওয়াফ করিলেন তওয়াফের সময় হজরে-আসওয়াদ চুম্বন করিলেন, তিন চক্করে রমল করিলেন এবং চার চক্করে সাধারণরূপে চলিলেন। তওয়াফ পূর্ণ করিয়া মকামে-ইব্রাহীমের নিকটবর্তী স্থানে দুই রাকাত নামায পড়িলেন। অতঃপর ছাফা পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলেন এবং ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ছায়ী করিলেন। (সেই পর্য্যন্ত তাঁহার ওমরার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু যেহেতু তিনি কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনিয়াছিলেন সেই জন্য তিনি এহরাম ছাড়িতে পারিলেন না;) তিনি এহরাম অবস্থায়ই রহিলেন। দশ তারিখে কোরবাণীর দিন হজ্জের সমুদয় কার্য্য আদায় করিয়া এবং কোরবাণীর পশু জবেহ করিয়া এবং তওয়াফে জেয়ারত আদায়

---

* হযরতের নিজস্ব বিদায়-হজ্জ হজ্জে-কেরাণ ছিল—ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ৮৫৯ ও ৮১২ নং হাদীছে রহিয়াছে এবং আরও প্রমাণাদি আছে।

* মক্কা শরীফে কোরবাণী করার জন্য কোন পশু সঙ্গে লইলে কোরবাণীর জন্য নির্দ্ধারিত হওয়ার নিদর্শনরূপে অতি সাধারণ বস্তু—পুরাতন চামড়া ইত্যাদি গাথিয়া মালারূপে সেই পশুর গলায় লটকাইয়া দেওয়া উত্তম। এতদ্ভিন্ন উক্ত নিদর্শনের আরও ব্যবস্থা আছে। হযরত (দঃ) তাহাই সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

করিয়া পূর্ণরূপে এহরাম খুলিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণের মধ্যে যাহারা তাঁহার ন্যায় কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনিয়া ছিল তাহারাও তাঁহার ন্যায় সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিল।

ব্যাখ্যা ঃ—মিকাত হইতে শুধু ওমরার এহরাম বাঁধিয়া আসিলে মক্কায় তওয়াফ ও ছায়ী করার পর এহরাম ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু হজ্জ বা হজ্জ ও ওমরা উভয় তথা হজ্জে-কেরাণের এহরাম বাঁধিলে সাধারণ মছআলাহ এই যে, কোরবাণীর পশু সঙ্গে না আনিলেও সে হজ্জের সমুদয় কার্য্য পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত এহরাম ছাড়িবে না। নবী (দঃ) বিদায়-হজ্জ কালে এই সাধারণ মছআলার বিপরিত অর্থাৎ কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনে নাই এমন সকল ব্যক্তিকেই এহরাম ভঙ্গ করিবার আদেশ দিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ কারণবশতঃ ছিল; যাহা "হজ্জের প্রকার" পরিচ্ছেদে ৮১৯ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এরূপ করিতে স্বয়ং নবী (দঃ)ই নিষেধ করিয়াছেন। অতএব আমাদের সাধারণ মছআলাহ অনুযায়ীই চলিতে হইবে; অন্যথায় কাফ্ফারা ওয়াজেব হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—হজ্জের মধ্যে খলীফা তথা মোসলেম রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁহার নিয়োজিত বিশেষ প্রতিনিধি আমীরুল হজ্জকে তিন দিন ভাষণ দিতে হয়। (১) জিলহজ্জের সাত তারিখ মক্কায় জোহর নামাযের পর একটি ভাষণ। (২) নয় তারিখ আরাফায় মসজিদে নামেরাতে জোহর ও আছর একত্রে জোহরের ওয়াক্তে পড়াকালে; নামাযের পূর্বক্ষণে জুমার নামাযের ন্যায় আজানের সহিত দুই খুৎবার ন্যায় দুইটি ভাষণ। (৩) এগার তারিখ মিনায় জোহর নামাযের পর একটি ভাষণ।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিদায়-হজ্জে উক্ত তিন দিন এবং দশ তারিখেও ভাষণ দিয়া ছিলেন। হযরতের সেই সব ভাষণ যে কিরূপ ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহা বলার প্রয়োজন নাই। ঐ সব ভাষণে হযরত (দঃ) দ্বীন-ইসলামের বিশেষ বিশেষ বৈপ্লবিক নীতি ও আদর্শের বর্ণনা দিয়াছেন; যাহা ইসলামী ইতিহাসের এবং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবনী আলোচনা শাস্ত্রের বিশেষ বিষয়বস্তুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন বিষয় বিশেষতঃ মানুষের জান-মাল, আবরু-ইজ্জতের নিরাপত্তার মূল নীতিটি উক্ত ভাষণ সমূহের প্রত্যেকটিতেই বিঘোষিত হইয়াছিল। উক্ত ভাষণ সমূহের কোনটিই পূর্ণ ও ধারাবাহিকরূপে একজনের বর্ণনায় একত্রিত নাই। বরং উহার বিশেষ বিশেষ খণ্ড সেই ভাষণের অংশ হওয়া উল্লেখের সহিত হাদীছরূপে বিভিন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় সুরক্ষিত রহিয়াছে। উহার কোন কোন বর্ণনা বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে; উহা ছাড়া আরও কিছু বর্ণনা বিভিন্ন কেতাবে রহিয়াছে। বোখারী শরীফ অনুবাদ কার্য্যে ফয়েজ ও বরকত দানের মূল কেন্দ্র মাওলানা শামছুল হক রহমতুল্লাহ আলাইহে একটি ছোট পুস্তিকায় এই সম্পর্কে অনেকগুলি বর্ণনার সমাবেশ করিয়াছিলেন। এখানে প্রথমে বোখারী শরীফে বিদ্যমান বর্ণনার অনুবাদ হইবে, অতঃপর উক্ত পুস্তিকার বর্ণনাগুলিও উদ্ধৃত হইবে এবং উহাতে অতিরিক্ত অনেক বর্দ্ধিত অংশও আছে যাহা 'আল-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ' কিতাব হইতে গৃহিত

৯০৮। হাদীছ ঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (বিদায়-হজ্জে ১০ই জিলহজ্জ) কোরবাণীর দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণ দিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন—

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا

قَالُوْا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ فَاَىُّ بَلَدٍ هٰذَا

قَالُوْا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَاَىُّ شَهْرٍ هٰذَا

قَالُوْا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ

وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ

كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ

هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا. فَاَعَادَهَا

مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ

هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ لَاتَرْجِعُوْا

بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ

بَعْضٍ. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

হে জনমণ্ডলী! আজিকার দিনটি কিরূপ দিন? সকলেই বলিল, বিশেষ সম্মানিত দিন (যে দিন কোন প্রকার মারামারি কাটাকাটি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ—হারাম বলিয়া সর্বস্বীকৃত)। হযরত (দঃ) পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে, এই এলাকাটি কোন্ এলাকা? সকলেই বলিল, হরম শরীফের এলাকা (যাহার সম্মান আদিকাল হইতেই সর্বস্বীকৃত)। হযরত (দঃ) আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ মাস? সকলেই বলিল, (সর্ব সম্মত ও সুপরিচিত) বিশেষ সম্মানিত মাস। (এই ভাবে সম্মানের দিন, সম্মানের মাস, সম্মানের এলাকা একত্রে সমাবেশিত হওয়ার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক) হযরত (দঃ) বলিলেন, এই মাসের, এই এলাকার, এই দিনের সমষ্টিতে যে সম্মান এবং পরস্পরের মারামারি কাটাকাটি যেরূপ কঠোর হারাম, প্রত্যেক মোসলমানের জান, মাল, আবরু-ইজ্জত সর্বত্র ও সর্বদাই তদ্রূপ সম্মানিত এবং উহার ক্ষতি সাধন তদ্রূপ কঠোর হারাম। হযরত (দঃ) এই সতর্কবাণী পুনঃ পুনঃ কয়েকবার দোহ্‌রাইলেন। তারপর ঊর্দ্ধপানে দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও—আমি আমার দায়িত্ব পৌছাইয়া দিলাম। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও—আমি আমার দায়িত্ব পৌছাইয়া দিলাম। খবরদার, খবরদার—তোমরা আমার তিরোধানের পরে কাফেরী কার্যে লিপ্ত হইও না যে, একে অন্যকে হত্যা কর। হে লোক সকল! তোমরা প্রত্যেক উপস্থিত অনুপস্থিতকে আমার এই সতর্কবাণী পৌছাইয়া দিও।

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّهَا لَوَصِيَّتُهٗ اِلٰى اُمَّتِهٖ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত হাদীছ বর্ণনান্তে বলিয়াছেন, ঐ আল্লার কসম যাহার হাতে আমার জান—রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই বাণী স্বীয় উম্মতের প্রতি তাঁহার ওছিয়্যত—শেষ বিদায়ের বাণী; সযত্নে উহা রক্ষা করা উম্মতের বিশেষ কর্তব্য। (২৩৪ পৃঃ)

৯০৯। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, বিদায়-হজ্জে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভাষণ দানে বলিলেন—

اَلَا اَىُّ شَهْرٍ تَعْلَمُوْنَهٗ اَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوْا اَلَا شَهْرُنَا هٰذَا قَالَ اَلَا اَىُّ بَلَدٍ تَعْلَمُوْنَهٗ اَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوْا اَلَا بَلَدُنَا هٰذَا قَالَ اَلَا اَىُّ يَوْمٍ تَعْلَمُوْنَهٗ اَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوْا اَلَا يَوْمُنَا هٰذَا.

হে জনমণ্ডলী! তোমরা কোন্ মাসকে অধিক সম্মানিত মনে কর (যে মাসে সর্বপ্রকার ঝগড়া-লড়াই ও লুট-ছিনতাই কঠোর হারাম গণ্য করিয়া থাক)? সকলেই বলিল, নিশ্চয় এই মাস। হযরত (দঃ) বলিলেন, কোন্ এলাকাকে অধিক সম্মানিত গণ্য কর? সকলেই বলিল, নিশ্চয় এই এলাকা। হযরত (দঃ) বলিলেন কোন্ দিনকে অধিক সম্মানিত মনে কর? সকলেই বলিল, নিশ্চয় এই দিন—জিলহজ্জের ১০ তারিখ।

قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا.

হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ—তোমাদের জান, মাল, আবরু-ইজ্জৎ সর্বত্র ও সর্বদাই তদ্রূপ সুরক্ষিত—পরস্পর উহার ক্ষতি সাধনকে আল্লাহ কঠোরভাবে হারাম করিয়া দিয়াছেন যেরূপ এই দিনের, এই এলাকার, এই মাসের সমাবেশিত সম্মানের অবস্থায়। অবশ্য শরীয়তের বিধান মতে যে হক উহার উপর প্রবর্তিত হইবে তাহা উসুল করা হইবে *।

اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا كُلَّ ذٰلِكَ

তোমরা লক্ষ্য কর। আমি আমার দায়িত্ব পৌছাইয়া দিলাম ত? এই কথাটি তিনবার

* যেমন—জানের উপর হদ্দ ও কেছাছ, মালের উপর যাকাত ইত্যাদি, আবরু-ইজ্জতের উপর তাদিবাত তথা শরীয়ত নির্ধারিত বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

يُجِيبُونَهُ أَلَا نَعَمْ قَالَ وَيْلَكُمْ لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

বলিলেন! প্রত্যেক বারই লোকেরা উত্তর দিতেছিল, নিশ্চয় হাঁ। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, খবরদার—আমার তিরোধানের পরে তোমরা কাফেরী কাজে লিপ্ত হইয়া যাইও না যে—তোমাদের একে অন্যকে হত্যা করে।

(বোখারী শরীফ ১০০৩ পৃঃ)

৯১০। হাদীছ ঃ— عن ابن عمر وقف النبى صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِى حَجَّ وَقَالَ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায় হজ্জে ১০ই জিলহজ্জ কোরবাণীর দিন মিনায় কংকর মারিবার জায়গা সমূহের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াইলেন এবং সমবেত লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

أَتَدْرُونَ أَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ أَتَدْرُونَ أَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هٰذَا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ أَتَدْرُونَ أَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ -

তোমরা জান কি—এইটা কোন্ এলাকা? সকলে উত্তর করিল, আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলই ভালভাবে বলিতে পারেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা হরম শরীফের এলাকা (যথায় মারামারি কাটাকাটি কঠোর হারাম এবং অতি জঘণ্য বলিয়া সর্বস্বীকৃত।) হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইটা কোন দিন? সকলে উত্তর করিল, আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলই ভাল জানে বলিতে পারেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা বিশেষ সম্মানিত দিন (যে দিনে খুন-মারামারী করা কঠোর হারাম ও অতি জঘণ্য বলিয়া সর্ব স্বীকৃত)। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইটা কোন্ মাস? সকলে উত্তর করিল, আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলই ভালভাবে বলিতে পারেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা বিশেষ সম্মানিত মাস (যে মাসে কোন অন্যায় অত্যাচার করা কঠোর হারাম ও অতি জঘণ্য বলিয়া সর্ব স্বীকৃত)।

قَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا۔ هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ وَوَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوْا هٰذِهٖ حَجَّةُ الْوَدَاعِ۔

হযরত (দঃ) বলিলেন, জানিয়া রাখ—নিশ্চয় তোমাদের জান, মাল, আবরু-ইজ্জতকে পরস্পর ক্ষতি সাধন করা আল্লাহ তায়ালা সর্বত্র ও সর্বদার জন্য এরূপ হারাম করিয়াছেন, যেরূপ হারাম এই দিনের এই মাসের এই এলাকার সমাবেশিত সম্মানের অবস্থায়। (পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত) হজ্জে-আকবার তথা মহান হজ্জের একটি বিশেষ দিন এই দিনটি; (এই মহান দিনে এই বিদায়ী বাণী।) অতঃপর হযরত নবী (দঃ) বার বার বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও (আমি আমার দায়িত্ব পৌছাইয়া দিলাম।) এই বলিয়া নবী (দঃ) লোকদেরকে শেষ বিদায় দিতে লাগিলেন, সেই সূত্রেই লোকেরা ইহাকে বিদায় হজ্জ আখ্যা দিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত উক্ত তিনটি হাদীছের ন্যায় আবু বকরাহ (রাঃ) হইতেও হাদীছ বর্ণিত আছে, যাহার অনুবাদ প্রথম খণ্ডে ৬০ নং হাদীছে হইয়াছে। উক্ত হাদীছের অনুবাদে দেখান হইয়াছে যে, মানুষের শরীরের চামড়াটুকুর নিরাপত্তার বিষয়টিও এই ঘোষণায় উল্লেখ রহিয়াছে। জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতেও একটি সংক্ষিপ্ত হাদীছ এই বিষয়ে বর্ণিত আছে, যাহার অনুবাদ ১৬ নং হাদীছে হইয়াছে। এই হাদীছ সমূহের মূল বিষয়বস্তু একই; অবশ্য শ্রোতাদের সঙ্গে হযরতের কথোপকথনের ভূমিকা বর্ণনায় কিছু বিভিন্নতা রহিয়াছে; উহার দরুণ ছাহাবীগণের বর্ণনায় গড়মিলের ধারণার বিভ্রান্তি হওয়া চাই না। কারণ, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভাষণ মক্কায়, আরফায়, মিনার—বিভিন্ন দিনে হইয়াছে; তদুপরি লক্ষ্যের অধিক লোকের সমাবেশ, গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ; যথা-সাধ্য সকলকে শুনাইবার প্রয়োজন, অতএব অন্ততঃ মিনার মধ্যে যথায় হজ্জের কোন সুদীর্ঘ আমলের মগ্নতা নাই—সেখানে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইসলামের একটি বৈপ্লবিক মূল নীতি (Fundamenutal right) "মানুষের জান, মাল, আবরু-ইজ্জতের নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাকে খণ্ড খণ্ড সমাবেশে বিশেষ ভাষণরূপে শুনাইয়া ছিলেন এবং বিভিন্ন সমাবেশে শ্রোতাদের সঙ্গে হযরতের কথোপকথনে বস্তুতঃই বিভিন্নতা ছিল; বর্ণনাকারীগণ এক একজনে এক এক সমাবেশের বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। এক আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)ই তিন সমাবেশের বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন।

শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম ইসলামের গৌরবোজ্জল মূল নীতি—

● মানুষের জানের নিরাপত্তা, এমনকি তাহার শরীরের এবং উহার চামড়াটুকুরও নিরাপত্তা, ● মানুষের মালের নিরাপত্তা, এবং ● মানুষের আবরু-ইজ্জতের নিরাপত্তা—এই ব্যাপক নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার দানই ছিল ইসলামের একটি বিশেষ মূল নীতি যাহার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়াছিলেন বিশ্ব নবী মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সর্বত্র। বিশেষতঃ তাঁহার বিদায়-হজ্জের বিদায় বাণীর প্রতিটি ভাষণে তিনি উক্ত অধিকারের পুনঃ পুনঃ ঘোষণা দিয়াছেন। হযরত (দঃ) ১০ই জিলহজ্জ মিনার ভাষণের মধ্যে উক্ত নিরাপত্তাকে অত্যন্ত কঠোর এবং বিশেষরূপে মজবুত প্রতিপন্ন করার জন্য ভাষণ দানের দিন, কাল ও স্থানের প্রতি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ প্রশ্নের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক এই বাস্তবটি তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন যে, এই দিনটি মহান কোরবাণীর দিন—সেই দিনটিতে কাহারও জান-মালের উপর কোন প্রকার আক্রমণ করাকে অতীত কাল হইতেই সর্ববাদী সম্মতরূপে, এমনকি তৎকালীন খুন-পারাবী লুটপাটকারী দুর্দ্ধর্ষ বেদুইন আরব জাতির ধর্ম মতেও অত্যন্ত জঘন্য ও অবৈধ গণ্য করা হইত। তদ্রূপ এই মহান জিলহজ্জ মাস—মহা সম্মানের চার মাসের একটি যাহার পবিত্রতাও ঐরূপই। তদ্রূপ এই এলাকাটি মহা পবিত্র হরম শরীফের এলাকা—যেই এলাকার পবিত্রতাও ঐরূপই। এই তিনটি মহা পবিত্রের একত্রে সমাবেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক হযরত (দঃ) তাঁহার মূল উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই ত্রিবিধ পবিত্রের সমাবেশে মানুষের জান-মালকে যেরূপ সুরক্ষিত গণ্য করা হইয়া থাকে, ইসলামের বিধানে প্রতিটি দিনে, প্রতিটি মাসে, প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি মানুষের জান-মাল, আবরু-ইজ্জত এমনকি তাহার চামড়াটুকুও সুরক্ষিত পরিগণিত—উহার উপর সামান্য আচড়ও হারাম নিষিদ্ধ। উল্লিখিত উদ্দেশ্যকে আরও অধিক সুকঠিনরূপে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ভূমিকা স্বরূপ প্রথমে আরও একটি তথ্য হযরত (দঃ) ব্যক্ত করিয়াছেন যাহার উল্লেখ মোসলেম শরীফে আবু বকরাহ (রাঃ)-এর হাদীছে রহিয়াছে—

اَلَا اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهٖ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَلسَّنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُوالْقَعْدَةِ

"শুনিয়া রাখ, কালের চক্র ঘূর্ণায়মান হইয়া উহার ধারা-পরম্পরা ঐ অবস্থায় আসিয়াছে যে অবস্থা উহার ছিল ঐ দিন হইতে যেই দিন আল্লাহ তায়ালা আসমান জমিন বিশ্বভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বৎসর বার মাসের; তন্মধ্যে চারটি মাস মহা সম্মানিত;

যাহার তিনটি একের পর এক মিলিত— জিলকদ, জিলহজ্জ ও মহরম। আর একটি হইল রজব যাহা শাবানের পূর্বে।"

وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ -

ব্যাখ্যা ঃ— চারটি মহা সম্মানিত মাস যাহার মধ্যে কাহারও জান-মালের উপর কোন প্রকার আক্রমণ করা সকলেই নিষিদ্ধ ও অবৈধ গণ্য করিত। অন্ধকার যুগে খুন ও লুটের ব্যবসায়ী আরব জাতিরা নিজেদের উক্ত ব্যবসার সুবিধার জন্য ঐ সম্মানিত মাসগুলির বিশেষতঃ ধারাবাহিক মাস তিনটির অবস্থানে রদ-বদল করিত। যেমন—জিলকদ মাসে খুন-লুট হইতে বিরত থাকায় অভাব দেখা দিয়াছে; পরবর্তী আরও দুই মাস এরূপে বিরত থাকিলে খাওয়া জুটিবে না, তাই সাব্যস্ত করা হইত যে, জিলহজ্জ বা মহরম তাহার অবস্থান তথা জিলকদের পর পর আসিবে না, বরং দুই বা চার মাস পরে আসিবে। এইভাবে জিলকদের পর বস্তুতঃ জিলহজ্জ সম্মানিত মাসের অবস্থান বা তারপর সম্মানিত মাস মহরমের অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও উহাকে অন্য মাসের নামকরণ করিয়া তখন খুন ও লুটের কাজ চালাইয়া নিত এবং সুযোগ মতে অন্য যে কোন সময় জিলহজ্জ বা মহরম মাস উদযাপন করিত। এই শ্রেণীর রদ-বদল দ্বারা মাস সমূহের ধারা-পরম্পরা ও ক্রমিকতায় বিরাট গড়মিল সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল; যদ্দরুণ ইতিপূর্বে হজ্জও উহার যথাসময়ে উদযাপিত হইত না। কোন অন্য মাসের উপর জিলহজ্জের নামকরণে হজ্জ হইত। অতএব কারণেই উক্ত রদ-বদলকে "নাছী" নামে আখ্যায়িত করিয়া পবিত্র কোরআন উহাকে অতিরিক্ত কুফুরী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায়-হজ্জের বৎসর ঘটনাক্রমে রদ-বদলের ঘূর্ণিচক্র মাসগুলিকে প্রকৃত ধারা ও ক্রমিকতার উপর আনিয়া দিয়াছিল। অনেকে লিখিয়াছেন, অষ্টম হিজরীতে ইসলামে হজ্জ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও নবম হিজরীতে নবী (দঃ) হজ্জ করেন নাই। দশম হিজরী সনে ঘূর্ণিচক্র উক্ত ক্রিয়া করিবে এবং হজ্জ উহার সঠিক সময় প্রকৃত জিলহজ্জ মাসে উদযাপিত হইলে উহারই অপেক্ষায় আল্লার কুদরত হযরতের হজ্জকে এক বৎসর বিলম্বিত করিয়াছিল।

ঘূর্ণিচক্রের উক্ত প্রতিক্রিয়ার তথ্যটি প্রকাশ করিয়া নবী (দঃ) এই কথাটিও বুঝাইয়াছেন যে, বর্তমান জিলহজ্জ মাস কৃত্রিম—শুধু নামের জিলহজ্জ মাস নহে, বরং প্রকৃত জিলহজ্জ মাস এবং কোরবাণীর দিনটির দিনটিও তদ্রূপ প্রকৃত কোরবাণী দিন। এই প্রকৃত জিলহজ্জ মাসে এবং কোরবাণীর দিন মানুষের জানমাল যেরূপ সর্ববাদী এবং সর্ব সম্মতভাবে সুরক্ষিত গণ্য; ইসলামের বিধানে প্রতি দিনে ও প্রতি মাসে উহা তদ্রূপই সুরক্ষিত গণ্য।

উম্মতের কল্যাণের আরও অনেক কিছু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেই বিদায় বাণীর ভাষণে বলিয়াছেন। যথা—

৯৯১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায়-হজ্জের উল্লেখ করতঃ বলিলেন, নবী (দঃ) ভাষণ দানে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও ছানা-ছিফত বয়ান করিলেন। তারপর দজ্জালের আলোচনা করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন—

مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا اَنْذَرَ اُمَّتَهٗ اَنْذَرَهٗ نُوْحٌ وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاِنَّهٗ يَخْرُجُ فِيْكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَانِهٖ فَلَيْسَ يَخْفٰى عَلَيْكُمْ اَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ وَاَنَّهٗ اَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهٗ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلٰثًا وَيْلَكُمْ اَنْظُرُوْا لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

সব নবী আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করিয়াছেন প্রত্যেকেই নিজ উম্মতকে দজ্জাল হইতে সতর্ক করিয়াছিলেন, এমনকি নুহ (আঃ)ও স্বীয় উম্মতকে দজ্জাল হইতে সতর্ক করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরবর্তী নবীগণ ত করিয়াছেনই! (পূর্বে কোন উম্মতেই দজ্জালের আবির্ভাব হয় নাই;) তোমাদের মধ্যে অবশ্যই তাহার আবির্ভাব হইবে। (সে খোদায়ী দাবী করিবে, কিন্তু সে যে খোদা নয় উহার প্রমাণে) তাহার বিভিন্ন অবস্থাবলী তোমাদের সাধারণ বুঝে সুস্পষ্ট না হইলেও ইহা ত নিশ্চয় সুস্পষ্ট হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা ত সর্বময় দোষ-ত্রুটিমুক্ত, আর দজ্জালের চোখও দোষী হইবে—(বাম চোখটা ত একেবারেই লেপাপোছা দৃষ্টিহীন হইবে এবং) ডান চোখটা স্ফীত হইবে, যেমন আঙ্গুরের ছড়ায় কোন একটি আঙ্গুর বহির্ভূত থাকে।

জানিয়া রাখ—নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরস্পর তোমাদের জান-মালকে সর্বদার জন্য ঐরূপ কঠোর ভাবে হারাম করিয়া রাখিয়াছেন যেরূপ এই মহান দিনে, এই এলাকায় এই মাসে উহা (সর্ব স্বীকৃতরূপে) কঠোর হারাম। হে লোক সকল! আমি আমার দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দিলাম ত! সকলেই সমবেত কণ্ঠে স্বীকৃতি জানাইল—হাঁ। হযরত (দঃ) তিন বার বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও। হে লোক সকল! তোমাদের ধ্বংস হইবে—লক্ষ্য রাখিও, তোমরা আমার তিরোধানের পর কাফেরীরূপ ধারণ করিও না যে—একে অন্যের গলা কাটিবে। (৬৩২ পৃঃ)

● অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঐতিহাসিক বিদায়-হজ্জের ভাষণ সমূহের যে সব খণ্ড বিভিন্ন কেতাব হইতে মাওলানা শামছুল হক রহমতুল্লাহ আলাইহে পুস্তিকাকারে একত্রিত করিয়া গিয়াছেন উহা বর্দ্ধিতাকারে উদ্ধৃত হইল—

হে লোক সকল! আমার কথাগুলি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিও! বোধ হয়—এই বৎসরের পরে এইরূপ মহান হজ্জের সুযোগে এই মহান মাসে এই মহান জায়গায় তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত আর ঘটিবে না।

أيها الناس اسمعوا فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا في بلدكم هذا.

(১) তোমরা সকলে ভালভাবে—শুনিয়া রাখ—বর্বর ও অন্ধকার যুগের সমস্ত কুসংস্কার* আমি পদদলিত ও বাতিল করিলাম।

● ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع.

(২) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বর্বর ও অন্ধকার যুগের রীতি** পদদলিত ও বাতিল। হত্যার ঐরূপ প্রতিশোধের সর্বপ্রথম বাতিল ঘোষিত ঘটনা আমাদের নিজেদের একটি ঘটনা —রবিয়া ইবনে হারেসের পুত্রের খুনের ঘটনা।+ সে বাল্যাবস্থায় বনুসায়াদ গোত্রীয় দাই মাতার গৃহে থাকিয়া দুধ পান করিত; বনুহোজায়েলদের কাহারও নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে সে তথায় নিহত হইয়া ছিল।

● دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل.

(৩) সুদ ব্যবসা যাহা অন্ধকার যুগের গর্হিত ব্যবস্থা উহা সম্পূর্ণ বাতিল। অবশ্য ঋণের আসল টাকা প্রাপ্য হইবে; (পাওনাদার খাতকের নিকট হইতে মূল ঋণের অধিক উশুল করার) অন্যায় তোমরা করিতে পারিবে না;

● وربا الجاهلية موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون

---

* অন্ধকার যুগের কুসংস্কার বলিতে সকল প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, দুর্বলের উপর সবলের জুলুম, লুটপাট, সুদ, ঘুষ, জুয়া, মদ্যপান, নাচ-গান বাদ্য এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্যের পূজা। আর নারীদের বেপর্দা বেহায়ারূপে অবাধ চলাচলকে ত পবিত্র কোরআনেই সুস্পষ্টরূপে অন্ধকার যুগের কুসংস্কার বলা হইয়াছে (২২ পাঃ ১রুঃ দ্রষ্টব্য)

** পিতার অপরাধে পুত্রকে, পুত্রের অপরাধে পিতাকে এইরূপ একজনের অপরাধে তাহার আত্মীয়-কুটুম্বের বা বংশের কিম্বা দেশের অন্যকে প্রতিশোধ গ্রহণে হত্যা করার নীতি অন্ধকার যুগে প্রচলিত ছিল।

+ "রবিয়া" নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাৎ চাচাতো ভাই-এর ছেলে ছিলেন, তাঁহার ছেলে বনুহোজায়েল গোত্রের কোন লোকের দ্বারা নিহত হইয়া ছিল; তাই বর্বর যুগের রীতি অনুযায়ী রবিয়ার গোষ্ঠি বনুহোজায়েল গোত্রের যে কোন মানুষকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টায় ছিল। নবী (দঃ) সেই প্রচেষ্টাকে প্রত্যাহৃত বাতিল ঘোষণা করিলেন।

তোমাদের উপরও (আসল টাকা না দেওয়ার) অন্যায় করা হইবে না। সূদ বাতিল করার ঘোষণা সর্বপ্রথম আমাদের উপর বাস্তবায়িত করিতেছি। (আমার চাচা) আব্বাস-পুত্র আবদুল মোত্তালেবের সূদের পাওনা টাকা বাতিল করিয়া দিলাম। তাঁহার সমস্ত সূদ প্রত্যাহার বাতিল হইয়া গেল ×।

(৪) ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, সাময়িক কাজ উদ্ধারের জন্য চাহিয়া আনা জিনিষ আমানতরূপে ফেরত দিতে হইবে এবং দুগ্ধবতী পশুকেও সাময়িকভাবে দুধ খাওয়ার সাহায্য স্বরূপ দিলে সেই পশুও আমানতরূপে ফেরত দিতে হইবে +। কেহ কোনরূপ জামিন হইলে সে দায়ী হইবে।

(৫) হে জনমণ্ডলী! তোমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা একই এবং আদি পিতাও একই। সুতরাং কোন আরবী কোন অ-আরবীর প্রতি বৈষম্য দেখাইতে পারিবে না, কোন অ-আরবী কোন আরবীর প্রতি বৈষম্য দেখাইতে পারিবে না। সাদা কালোর প্রতি এবং কালা সাদার প্রতি বৈষম্য দেখাইতে পারিবে না। হাঁ—খোদাভক্তি ও খোদা-ভিরুতার চরিত্রগুণে মানুষের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে; সেই গুণ যাহার বেশী হাসিল হইবে সে আল্লার নিকট অধিক মর্য্যাদাবান হইবে।

وَلَا تُظْلَمُونَ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ۔

● اَلدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ۔

● أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ۔

× আইনের শাসন প্রবর্তনে সোনালী আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নবী (দঃ) এখানে দেখাইয়াছেন। শাসনকর্তাকে প্রতিটি আইন সর্বপ্রথম নিজের গোষ্ঠির উপর প্রয়োগ করিতে হয়।

হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে আদর্শ আইন প্রবর্তন করিতে যাইয়া নবী (দঃ) দেশের প্রচলিত রীতিকে বাতিল ঘোষণা করিলেন এবং সেই আইনকে সর্বপ্রথম নিজের গোষ্ঠির উপর প্রয়োগ করিলেন—আপন ভাতিজার দাবীকে উক্ত আইনে বাতিল করিয়া দিলেন। তদ্রূপ সূদের পাওনা বাতিল করার আইন নবী (দঃ) সর্বপ্রথম নিজ চাচার উপর প্রয়োগ করিলেন। তাঁহার চাচা আব্বাস (রাঃ) লগ্নির ব্যবসা করিতেন; লোকদের নিকট সূদের বহু টাকা তাঁহার পাওনা ছিল। সেই সব টাকার দাবীকে নবী (দঃ) বাতিল করিয়া দিলেন।

+ অর্থাৎ শুধু ভোগ দখলের দ্বারা মালিকানা সত্ব কায়েম হইবে না।

(৬) পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্ব প্রাপ্ত, অতএব হে পুরুষগণ! নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখিও। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক আছে, স্ত্রীদেরও হক তোমাদের উপর রহিয়াছে। তোমাদের বড় হক তাহাদের উপর এই যে, তাহারা তোমাদের বিছানায় অন্যের স্থান দিবে না। যাহা তোমাদের অসহনীয় (স্বীয় সতীত্ব পূর্ণরূপে রক্ষা করিবে।) এবং এই হক যে, তাহারা এমন কোন কাজ করিবে না যাহা সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা, ফাহেসা ও বেহায়াপনা; যদি ঐরূপ কাজ করে তবে তোমাদের জন্য অনুমতি আছে, শয্যায় তাহাদের হইতে বিমুখ বিরাগী হইয়া থাকা; আরও প্রয়োজন হইলে শাস্তিও দিতে পার, কিন্তু আঘাত জনিত প্রহার করিতে পারিবে না। শাস্তিমুলক ব্যবস্থায় যদি নির্লজ্জ কাজ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায় তবে ভদ্রোচিত খোরপোশের পূর্ণ অধিকার তাহাদের জন্য প্রবর্তিত থাকিবে। আমার বিশেষ নির্দেশ নারীদের সম্পর্কে পালন করিও যে, তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার বজায় রাখিবে; তাহারা তোমাদের স্বামীত্বের বন্ধনে আবদ্ধা রহিয়াছে, স্বেচ্ছাধীন তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের পথ নিজে গ্রহণ করার সুযোগ তাহাদের নাই। তোমরা তাহাদিগকে লাভ করিয়াছ আল্লার আমানতরূপে এবং তাহাদের সতীত্বকে নিজের জন্য হালাল করিতে পারিয়াছ আল্লার বিধানের অধীনে। (সেই আল্লার রসুল আমি তাহাদের সম্পর্কে তোমাদেরে এই সব নির্দেশ দিলাম।)

● اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ فَاتَّقُوْا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَاِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهٗ وَعَلَيْهِنَّ اَنْ لَا يَاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ فَقَدْ اُذِنَ لَكُمْ اَنْ تَهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَتَضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَاِنِ انْتَهَيْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَا يَمْلِكْنَ لِاَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا وَاِنَّكُمْ اِنَّمَا اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ۔

(৭) কোন মহিলা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত সংসারের কোন কিছু ব্যয় করিবে না। প্রশ্ন করা হইল, খাদ্যবস্তুও নয়—ইয়া রসুলুল্লাহ!

● لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِهَا اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَاكَ اَفْضَلُ اَمْوَالِنَا ۔

হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহাত উত্তম মাল পরিগণিত। (আল্লারই রসুল—আমি তোমাদের সম্পর্কে তোমাদের প্রতি এই সব নির্দেশ দিলাম।)

● فَاعْقِلُوْا اَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِىْ فَاِنِّىْ قَدْ بَلَّغْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا ۔ اَمْرًا بَيِّنًا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهٖ ۔

(৮) হে জনমণ্ডলী! তোমরা আমার কথা ভালভাবে বুঝিয়া রাখ। আমি আমার দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দিয়াছি, তদুপরি এমন জিনিষ তোমাদের জন্য রাখিয়া যাইতেছি যে, যাবৎ তোমরা উহাকে দৃঢ়রূপে আঁকড়িয়া থাকিবে কিছুতেই কস্মিন কালেও তোমরা ভ্রষ্টতায় পতিত হইবে না; উহা অতি পরিস্কার উজ্জল জিনিষ—আল্লার কেতাব (কোরআন শরীফ) এবং আল্লার নবীর ছুন্নাহ (হাদীছ)।

● اَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوْا قَوْلِىْ وَاعْقِلُوْهُ تَعْلَمُنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ اَخُ الْمُسْلِمِ وَاَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ اِخْوَةٌ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ مِّنْ اَخِيْهِ اِلَّا مَنْ اَعْطَاهُ مِنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ ۔

(৯) হে লোক সকল! তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়া শোন এবং উহাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি কর। জানিয়া রাখিও—প্রত্যেক মোসলমান অপর মোসলমানের ভাই এবং সকল মোসলমান পরস্পর ভাই ভাই, কাহারও জন্য স্বীয় ভ্রাতার কোন জিনিষ হস্তগত করা জবর দখল করা হালাল নহে, অবশ্য যদি কেহ নিজ মনের খুশিতে কোন কিছু দিয়া দেয়।

● اِنْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ اَسْوَدُ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَاَطِيْعُوْا حَتّٰى تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ۔

(১০) নাক-কান কাটা কালা হাবশী গোলামকেও যদি কোন কাজে তোমাদের উপরস্থ নিয়োগ করা হয় এবং সে আল্লার কেতাব কোরআন তথা শরীয়ত অনুযায়ী তোমাদিগকে পরিচালিত করে তবে তোমরা তাহার কথা মানিয়া চলিবে এবং তাহার আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করিবে, যাবৎ না সুস্পষ্ট আল্লার নাফরমানী দেখিতে পাও।

● اَرِقَّائَكُمْ اَرِقَّائَكُمْ اَطْعِمُوْهُمْ

(১১) সতর্ক থাকিও, সতর্ক থাকিও দাস-দাসী (এবং করতলগত ভৃত্য-মজদুরদের) সম্পর্কে।

তোমরা যেরূপ খাইবে তাহাদেরও অবশ্যই খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে। তোমরা যেরূপ পরিবে তাহাদেরও অবশ্যই পরার ব্যবস্থা করিবে।

مِمَّا تَاكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ -

(১২) তোমাদের এই পবিত্র ভূখণ্ডে শয়তান-পূজা পুনঃ প্রচলিত হইবে—ইহা হইতে শয়তান চিরতরে হতাশ হইয়াছে; কিন্তু তোমরা যাহা ছোট বা হাল্কা গণ্য কর সেইরূপ পাপেও শয়তান সন্তুষ্ট হইবে। (আর শয়তানকে সন্তুষ্ট করিলে ধাপে ধাপে তোমাদের উপর ধ্বংস নামিয়া আসিবে।)*

● اَلَا اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ اَنْ يُّعْبَدَ فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَبَدًا وَلٰكِنْ سَتَكُوْنُ لَهٗ طَاعَةٌ فِيْمَا تُحَقِّرُوْنَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضٰى بِهٖ -

(১৩) খবরদার—তোমরা আমার পরে পথভ্রষ্ট হইয়া যাইও না—(দলাদলি, মারামারি স্বার্থের লড়াই করিয়া একে অন্যকে আক্রমণ ও) হত্যা করিও না। অচিরেই তোমাদিগকে আল্লার দরবারে হাজির হইতে হইবে; আল্লাহ তোমাদের কার্য্যাবলীর হিসাব নিবেন।

● اَلَا لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ -

(১৪) তোমাদের প্রভু পরওয়ারদেগারের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে, পাঞ্জেগানা নামায পড়িবে, রমজান মাসের রোযা রাখিবে, নিজ নিজ মালের যাকাত আদায় করিবে, উপরস্থের নিয়মানুবর্তী থাকিয়া শান্তি বজায় রাখিবে—এই সবই হইল, প্রভু-পরওয়ারদেগারের বেহেশত লাভের অবলম্বন।

● اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ صَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاٰتُوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيْعُوْا ذَا اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ -

(১৫) হে লোক সকল! আল্লাহ তায়ালা মিরাস বণ্টনে প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য (পবিত্র কোরআনে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; কোন ওয়ারেসের জন্য (উহার অতিরিক্ত বেশী পাইবার সুযোগ দানার্থে) কোন প্রকার অছিয়্যত

● اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ اَدّٰى اِلٰى كُلِّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ وَاِنَّهٗ لَا يَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِّوَارِثٍ (وَلَا اِقْرَارٌ) وَالْوَلَدُ

---

* এই অবস্থা সর্ব ক্ষেত্রেই। যেখানে ইসলামী সমাজ মজবুতরূপে গড়িয়া উঠিবে এবং মূর্তি ও দেব-দেবী ইত্যাদির শয়তানী পূজা বন্ধ হইয়া যাইবে সেখানেও সকলকে সতর্ক ও সচেতন থাকিতে হইবে যে, অন্যান্য পাপাচার দ্বারা যেন শয়তানকে সন্তুষ্ট করা না হয়। অন্যথায় সেখানেও ধাপে ধাপে ধ্বংস নামিয়া আসিবে।

কার্য্যকরী হইবে না। (কোন স্বীকৃতিও কার্য্যকরী হইবে না।) কোন নারীর বৈধ সম্পর্কে যে পুরুষের সহিত থাকিবে উক্ত নারীর সন্তানের বংশ তাহার সঙ্গেই গণ্য হইবে; প্রকৃত অবস্থার ব্যাপারে তাহাদের হিসাব আল্লার নিকট হইবে। ব্যাভিচারের দ্বারা বংশ-সম্পর্ক স্থাপিত হইবে না, পক্ষান্তরে ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি নিজের পিতা তথা জন্মের বংশ ছাড়িয়া নিজকে অন্য বংশের সম্পৃক্ত করিবে এবং উহার নামে আত্মপরিচয় দিবে বা নিজের মনিব ছাড়িয়া অন্য মনিবের পরিচয় দিবে তাহার উপর আল্লার লা'নৎ এবং সমস্ত ফেরেশতা ও সকল লোকদের লা'নৎ হইবে; তাহার ফরজ নফল কোনও এবাদত আল্লাহ্ কবুল করিবেন না। (এই জালিয়াতির প্রতারণা ও ভ্রান্তি সুদূর-প্রসারি।)

لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ وَمَنِ ادَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوْتَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَايَقْبَلُ اللّٰهُ لَهٗ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا۔

(১৬) আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়া দিয়াছেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন বা ধর্মকে সম্পূর্ণতার পর্য্যায়ে পৌছাইয়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ নেয়ামত ইসলামকে পূর্ণত্ব দান করিলাম এবং একমাত্র ইসলামকেই তোমাদের দ্বীন ও জীবন-ব্যবস্থারূপে তোমাদের জন্য পছন্দ করিয়া নিলাম। (সুতরাং কোন রকম পরিবর্তন, সংযোজন ও সংশোধন ব্যতিরেকে তোমরা একমাত্র এই দ্বীন-ইসলামের অনুসরণ করিবে।)

● قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔

(১৭) আমি সর্বশেষ নবী; আমার পরে আর কোন নবী আসিবে না। আমার পরে অহী চিরতরে বন্ধ। (সুতরাং দ্বীন-ইসলামের কোন অংশে Amendment সংযোজন Correction সংশোধন Modify বদলানো, Change রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা ও অবকাশই থাকিল না।)

● اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ قَدِ انْقَطَعَ الْوَحْىُ۔

● اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْتِيَ رَسُوْلُ رَبِّيْ فَاُجِيْبَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

(১৮) হে জনমণ্ডলী! আমি মানুষই বটি; হয়ত অচিরেই প্রভু-পরওয়ারদেগারের দূত আমাকে নিয়া যাওয়ার জন্য আমার নিকট পৌঁছিবে, আমি তখন প্রভুর ডাকে সারা দিব। অতএব (সমুদয় দায়িত্ব আমার হইতে বুঝিয়া রাখিয়া) প্রত্যেক উপস্থিত অনুপস্থিতকে পৌঁছাইয়া দিবে।

● اِنَّمَا هُنَّ اَرْبَعٌ. لَاتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَاتَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاتَزْنُوْا وَلَاتَسْرِقُوْا.

(১৯) চারটি বিষয় বিশেষ অনুধাবনযোগ্য ১। কোন বস্তুকে আল্লার তুল্য (পূজনীয় বা সঙ্গী-সাথী) গণ্য করিবে না, ২। আল্লার নিষিদ্ধ—না-হকরূপে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিবে না, ৩। ব্যভিচার করিবে না, ৪। চুরি করিবে না।

আরফার দিন ভাষণের শেষ দিকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

● وَاَنْتُمْ تُسْئَلُوْنَ عَنِّيْ فَمَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ؟ قَالُوْا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا اِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا عَلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ

(২০) ভাই সকল! আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে (কেয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসা করা হইবে (যে, আল্লার দ্বীন পৌঁছাইবার কর্তব্য আমি কিরূপ আদায় করিয়াছি।) তোমরা তখন কি বলিবে? উপস্থিতবর্গ বলিয়া উঠিল, আমরা সাক্ষ্য দিব, নিশ্চয় আপনি দ্বীনকে পূর্ণরূপে পৌঁছাইয়াছেন; আপনার কর্তব্য পূর্ণ আদায় করিয়াছেন, আমাদের সকল প্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রচেষ্টা আপনি করিয়াছেন। তখন নবী (দঃ) স্বীয় শাহাদতের আঙ্গুল আকাশের প্রতি উর্দ্ধমুখী এবং লোকদের প্রতি নিম্নমুখী করতঃ বলিলেন, হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকিও, হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকিও, হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকিও—এইরূপ তিনবার করিলেন।

ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর সম্মুখে যে স্বীকৃতি ও সাক্ষ্য দানের অঙ্গীকার প্রদান করিয়াছিলেন পরবর্তীকালে মোসলমানগণ পবিত্র মদীনায় হযরতের রওজা পাকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দরূদ ও সালাম পাঠ লগ্নে উক্ত স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার প্রদানের উক্তি করিয়া থাকে। এই রীতি পূর্বাপর প্রচলিত রহিয়াছে এবং থাকিবে; দরূদ-সালাম পাঠ শিক্ষা দান ক্ষেত্রে অবশ্যই উহার উল্লেখ থাকে।

হজ্জ উপলক্ষে এবং বিধর্মীদের হাট-বাজারে ব্যবসা করা

৯১২। হাদীছঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "জুল-মাজায" "ওকাজ্" ইত্যাদি নামক অন্ধকার যুগের কতিপয় হাট বা মেলা ছিল যাহা হজ্জ উপলক্ষে মক্কার নিকটস্থ বা মক্কার পথে অনুষ্ঠিত হইত। বিভিন্ন দেশের লোকজন হজ্জ উপলক্ষে এই সব হাট-বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত; ইসলাম আবির্ভাবের পর মোসলমানগণ ঐরূপে হজ্জের ছফরে ব্যবসা করাকে অসঙ্গত ভাবিতে লাগিল। সেই ধারণা খণ্ডনে কোরআন শরীফের এই আয়াত নাযেল হইল—

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ -

অর্থঃ—তোমরা (হজ্জ উপলক্ষেও) হালাল রুজি উপার্জনের চেষ্টা করিতে পার, তাহাতে কোন গোনাহ হইবে না। (২ পাঃ ৯ রুঃ)

ওমরা করা আবশ্যক এবং উহার ফজিলত

● ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেককেই হজ্জ ও ওমরা উভয়ই করা চাই।

● ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, কোরআন শরীফে হজ্জের সঙ্গে ওমরাও উল্লেখ আছে, যথা—وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ "হে মোসলমানগণ! তোমরা আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় কর।"

৯১৩। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ -

অর্থঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একবার ওমরা করার পর দ্বিতীয়বার ওমরা করার মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায় এবং আল্লার দরবারে গ্রহণীয় তথা শুদ্ধ হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হইল বেহেশত।

হজ্জের পূর্বে ওমরা করা

৯১৪। হাদীছ ঃ—একরেমা ইবনে খালেদ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে হজ্জের পূর্বে ওমরা করার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, উহাতে দোষ নাই এবং ইহাও বলিলেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ করার পূর্বে ওমরা করিয়াছেন।

৯১৫। হাদীছ ঃ—কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতটি ওমরা করিয়া ছিলেন? তিনি বলিলেন, চারটি ওমরা করিয়াছেন—(১) (ষষ্ঠ হিজরী সনে ঐতিহাসিক) হোদায়বিয়ার ঘটনার ওমরা (২) (সপ্তম হিজরী সনে) উক্ত হোদায়বিয়ার ঘটনার অসম্পন্ন ওমরার কাজা-ওমরা (৩) (অষ্টম হিজরী সনে) হোনায়নের জেহাদে জয়লাভ করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা হইতে ১৩।১৪ মাইল দূরে অবস্থিত "জোয়েররানা" নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। তথা হইতেও তিনি (রাত্রে মক্কায় আসিয়া) একটি ওমরা করিয়াছেন *। (৪) বিদায়-হজ্জে হজ্জের পূর্বেকার ওমরা। প্রথম তিনটির প্রত্যেকটি (সংশ্লিষ্ট বৎসরের) জি-কা'দা মাসে এবং চতুর্থটি হজ্জের সঙ্গেই জিলহজ্জ মাসে করা হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রথম ওমরা তথা হোদায়বিয়ার ওমরাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্যান্য ওমরার সহিত গণনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা অনুষ্ঠীত হইতে পারে নাই। মক্কায় পৌঁছিবার পূর্বে মক্কা হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত "হোদায়বিয়া" নামক স্থানে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কাফেরগণ কর্তৃক মক্কা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হন। এমনকি ওমরার কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া ঐ স্থানেই ওমরার এহরাম ভঙ্গ করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। ঘটনার বিবরণ (ইনশা আল্লাহ তায়ালা) তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবে।

এই ঘটনায় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রায় পনর শত ছাহাবী সঙ্গে লইয়া ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলেন। তাঁহারা কোরবাণীর জানোয়ার সঙ্গে লইয়া মিকাত হইতে এহরাম বাঁধিয়া চলিতে থাকেন। শত্রুগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ঐ ওমরা সম্পন্ন করিতে তাঁহারা সক্ষম হন নাই বটে, কিন্তু ওমরা করার সমুদয় চেষ্টা ও ব্যবস্থাই তাঁহারা করিয়াছিলেন সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার পূর্ণ ছওয়াব লাভ হওয়া স্থিরকৃত। তাই উহাকে একটি ওমরা গণ্য করা হইয়াছে। অবশ্য বাহ্যিক কার্য্যে উহা সম্পন্ন হয় নাই; সদ্দরুণ হযরত (দঃ) ঐ ঘটনায় সন্ধিপত্রের সুযোগ অনুযায়ী পর বৎসর ঐ অসম্পূর্ণ ওমরার কাজা করিয়াছেন; যাহাকে দ্বিতীয় ওমরা গণনা করা হইয়াছে।

---

* বর্তমানেও হাজীগণ তথা হইতে ওমরা করিয়া থাকেন। আমি নরাধমও তথায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। বর্তমান সময় সাধারণ্যে ঐ স্থান হইতে এহরাম বাধিয়া ওমরা করাকে বড় ওমরা বলা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—হজ্জে-কেরাণ ও হজ্জে-তামাত্তো' প্রকারের হজ্জকারীদের হজ্জের পূর্বে ওমরা আদায় করিতে হয়; হজ্জের পূর্বে এই ওমরা আদায় করা সম্পর্কে কোন দ্বিমতের অবকাশই নাই। উল্লিখিত হাদীছ সমূহে যে, হজ্জের পূর্বে হযরতের ওমরার উল্লেখ আছে তাহা ঐ শ্রেণীর ওমরাই ছিল। কারণ, হযরত (দঃ) হজ্জে-কেরাণকারী ছিলেন। কিন্তু কোরবাণীর পশু বিহীন হজ্জে-তামাত্তো'কারী ব্যক্তি মক্কায় উপস্থিত হইয়া ওমরা আদায় করিয়া হজ্জের পূর্ব পর্য্যন্ত এহরামবিহীন মক্কায় অবস্থান করে—সেই সময় ঐ ব্যক্তি "তানয়ীম" ইত্যাদি স্থান হইতে এহরাম বাঁধিয়া আসিয়া যদি ওমরা করিতে চায় যেরূপ হজ্জের পরে সচরাচর সকলেই করিয়া থাকে তাহা জায়েয কি-না ?

এই মছআলাহ ফতওয়া শামী দ্বিতীয় খণ্ডে ২০৮ ও ১৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, হজ্জের পূর্বে ঐরূপ ওমরা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও মতে উহা নিষিদ্ধ মকরূহ এবং কাহারও মতে উহা দোষমুক্ত জায়েয।

অবশ্য—দলীল প্রমাণের দিক দিয়া জায়েয হওয়াই অগ্রগণ্য দেখা যায়, কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে ঐরূপ করিতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। কার্য্য ক্ষেত্রে উহা না করাই অগ্রগণ্য দেখা যায়।

রমজান মাসে ওমরা করার ফজিলত

৯১৬। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনা নিবাসী একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গে হজ্জ করিতে যাও নাই কেন ? সে আরজ করিল, আমাদের দুইটি মাত্র উট আছে। উহার একটিকে লইয়া আমার স্বামী ও পুত্র বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল এবং দ্বিতীয়টি পানি বহনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। (অতএব আমার কোন যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া আমি হজ্জে যাইবার সুযোগ পাই নাই।) রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, (সুযোগ হইলে পর) রমজান শরীফে ওমরা করিয়া নিও; রমজান শরীফের ওমরা হজ্জ সমতুল্য।

"তানয়ীম" নামক স্থান হইতে ওমরা করা

৯১৭। হাদীছ ঃ—আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি যেন (স্বীয় ভগ্নি) আয়েশা (রাঃ)কে নিজ বাহনে বসাইয়া "তান্‌য়ীম" নিয়া যান এবং তথা হইতে তাহার ওমরা সম্পন্ন করাইয়া দেন।

৯১৮। হাদীছ ঃ—আছওয়াদ (রঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার সঙ্গীগণ সরাসরি হজ্জ ও ওমরা দুইটি আমল লইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে, আর আমি শুধু হজ্জ নিয়া যাইতেছি। আয়েশা (রাঃ)কে বলা হইল, তুমি পবিত্র হইলে পর তান্‌য়ীমে যাইও এবং তথা হইতে ওমরার

এহরাম বাঁধিয়া আসিয়া ওমরা আদায় করিও। কিন্তু ব্যয় ও কষ্টের পরিমাণেই ওমরার ছওয়াব হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ওমরার এহরাম হরম শরীফের সীমার বাহিরে বাঁধিতে হয় এবং হরমের সীমা মক্কার বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন পরিমাণের দূরত্বে অবস্থিত। "তান্‌য়ীম" নামক স্থানটি মক্কার সন্নিকটে—প্রায় তিন মাইল দূরে হরমের সীমার বাহিরে অবস্থিত এবং এই দিকেই হরমের সীমার দূরত্ব কম। এই জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা (রাঃ)কে তথায় যাইয়া ওমরার এহরাম বাঁধার পরামর্শ দিলেন। ঐ ঘটনায় একা আয়েশা (রাঃ)ই ওমরা করিয়াছিলেন না। আবদুর রহমান (রাঃ)ও ওমরা করিয়াছিলেন বলিয়া বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে। অতএব ঐরূপ ওমরার ফজিলত অবশ্যই আছে।

বর্তমানেও হাজীগণ সেই স্থানে যাইয়া ওমরার এহরাম বাঁধিয়া ওমরা করিয়া থাকেন। ইহাকে সাধারণ্যে ছোট ওমরা বলা হয়, কারণ ঐ স্থানটি মক্কা নগরীর নিকটবর্তী মাত্র তিন মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। বর্তমানে ঐ স্থানে একটি মসজিদ আছে উহাকে মসজিদে আয়েশা বলা হয়; ঐ স্থান হইতেই আয়েশা (রাঃ) এহরাম বাঁধিয়াছিলেন। মক্কা নগরী হইতে বার-তের মাইল ব্যবধানে "জেয়েররানা" নামক আর একটি স্থান আছে। তথা হইতে একবার রসুলুল্লাহ (দঃ) ওমরা করিয়াছিলেন। তথা হইতে ওমরা করাকে সাধারণ্যে বড় ওমরা বলা হয়।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হজ্জের পরে ওমরা করা জায়েয এবং এই মছআলাহও প্রমাণিত হইয়াছে যে, এরূপ ওমরার জন্য কোরবাণী করিতে হইবে না বা রোজাও রাখিতে হইবে না (২৪০ পৃঃ)। অর্থাৎ হজ্জের পূর্বে ওমরা করিয়া হজ্জ করিলে সেই হজ্জ "হজ্জে-কেরান" বা "হজ্জে-তামাত্তো" হইয়া থাকে এবং উহার জন্য একটি কোরবাণী দেওয়া আবশ্যক হয়। কোরবাণী দেওয়ার সুযোগ পাওয়ার আশা না থাকিলে কোরবাণীর ঈদের দিনের পূর্বে তিনটি এবং বাড়ী ফিরিয়া সাতটি মোট দশটি রোজা রাখিতে হয়। এই সকল ব্যবস্থা তখনই অবলম্বিত হইবে যখন ওমরা হজ্জের পূর্বে করা হয়। কিন্তু হজ্জের পরে ওমরা করিলে ঐ কোরবাণী বা রোজার কোনই প্রয়োজন হইবে না। অবশ্য ছওয়াবও সেই অনুপাতে কম বেশী হইবে।

শেষ বাক্যটির মর্ম এই যে, হজ্জ ছাড়া শুধু ওমরার জন্য বাড়ী হইতে দীর্ঘ ব্যয় ও পথ অতিক্রম করতঃ মক্কায় পৌছিয়া ওমরা করা উত্তম এবং উহার ছওয়াব অনেক বেশী—ঐ ওমরা অপেক্ষা যেই ওমরা হজ্জের ছফরেই আদায় করা হয়। তদ্রূপ হজ্জের ছফরেই হজ্জের পূর্বে ওমরা করতঃ হজ্জে-কেরান বা হজ্জে-তামাত্তো করা যাহাতে কোরবাণী বা রোযা ওয়াজেব হয় উহাতে ছওয়াব বেশী হইবে হজ্জের পরে ওমরা করা অপেক্ষা।

মছআলাহ ঃ—শুধু ওমরা সমাপনান্তে মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন মুহূর্তে বিদায় তওয়াফ করার প্রয়োজন হয় না। (১৪০ পৃঃ)

কি কি কার্য্যে ওমরা পূর্ণ হয়

জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জে নবী (দঃ) ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন—নিজ নিজ এহরাম ওমরায় পরিণত করিবার জন্য। (বাইতুল্লাহ শরীফ) প্রদক্ষিণ (তথা তওয়াফ ও ছাফা মারওয়া প্রদক্ষিণ তথা ছায়ী) করিয়া তারপর মাথার চুল ফেলিয়া হালাল হইতে।

৯১৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হিজরী সাত সনে কাজা ওমরা আদায় করাকালে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম ওমরা করিলেন; আমরাও তাঁহার সহিত ওমরা করিলাম। মক্কায় আসিয়া হযরত (দঃ) তওয়াফ করিলেন, আমরাও তাঁহার সহিত তওয়াফ করিলাম। অতঃপর হযরত (দঃ) "ছায়ী" তথা ছাফা ও মারওয়া পাহাড়াদ্বয় প্রদক্ষিণে আসিলেন; আমরাও তাঁহার সহিত আসিলাম। আমরা হযরত (দঃ)কে ঘিরিয়া রাখিতাম যেন কোন কাফের হযরত (দঃ)কে কিছু নিক্ষেপ করিতে না পারে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, নবী (দঃ) কি ঐ উপলক্ষে কা'বা শরীফে প্রবেশ করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, না। ঐ ব্যক্তি আরও বলিল, হযরত নবী (দঃ) উম্মুল-মোমেনীন খাদীজা (রাঃ) সম্পর্কে যে বিশেষ সুসংবাদের কথা বলিয়াছেন, তাহাও বর্ণনা করুন। তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা খাদীজার জন্য সুসংবাদ শুনিয়া রাখ—বেহেশতের মধ্যে একটি বিশেষ কক্ষের যাহা একটি মতি খনন করিয়া তৈরী করা হইবে; তথায় সুখ শান্তিই বিরাজমান থাকিবে কোন প্রকার কোলাহল বা অশান্তির লেশমাত্র থাকিবে না।

৯২০। হাদীছ ঃ—আবুবকর (রাঃ) তনয়া আসমার খাদেম আবদুল্লাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আসমা (রাঃ) যখনই (মক্কা শহরস্থিত) "হাজুন"* এলাকা দিয়া গমন করিতেন তখনই বলিতেন—

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

"আল্লাহ তায়ালা আমাদের দরূদ পৌঁছাইয়া দিন তাঁহার রসুলের প্রতি—আল্লাহ তায়ালা আমাদের দরূদ পৌঁছাইয়া দিন (হযরত) মোহাম্মদের প্রতি।" তিনি বলিতেন, এই স্থানেই আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে (বিদায়-হজ্জে)

---

* "হাজুন" মক্কা শহরের একটি মহল্লা। ১৯৫০ ইং সনের হজ্জে তথায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল; তখনও উহা এই নামে পরিচিত ছিল। নবী (দঃ) বিদায় হজ্জে মক্কায় প্রবেশ করিয়া উক্ত স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং তখন তথায় হযরতের বিশেষ পতাকা উড্ডিন করা হইয়াছিল। বর্তমানে উক্ত স্থানে একটি মসজিদ রহিয়াছে যাহাকে "মসজিদে রায়াহ" বলা হয়। "রায়াহ" শব্দের অর্থ পতাকা; মনে হয়—উল্লেখিত পতাকা স্থলেই মসজিদ তৈরী হইয়াছে, তথায় নফল নামায পড়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

অবতরণ করিয়াছিলাম, তখন আমরা সাধারণতঃ অনটনের মধ্যে ছিলাম—আমাদের সম্বল কম ছিল, যানবাহনেরও অভাব ছিল।

আমি এবং আমার ভগ্নি আয়েশা (রাঃ) এবং স্বামী যোবায়ের (রাঃ) এবং অমুক অমুক আমরা (মিকাত—এহরামের নির্দ্ধারিত সীমানা হইতে) ওমরার এহরাম বাঁধিয়া আসিয়াছিলাম। আমরা বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ (এবং উহারই আনুসঙ্গিক—ছাফা-মারওয়ার ছায়ী) সমাপ্ত করিয়া হালাল—এহরামমুক্ত হইয়াছিলাম। তারপর বিকাল বেলায় দিকে হজ্জের এহরাম বাঁধিয়াছিলাম।*

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্মৃতি-চিহ্ন "হাজুন" এলাকায় পৌঁছিলেই আবু বকর (রাঃ)-তনয়া আসমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রাণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্মরণে কাঁদিয়া উঠিত এবং হযরতের প্রতি মহব্বতের অগ্নি তাঁহার প্রাণে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিত। আসমা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ সেই স্মৃতিকে এবং সেই স্মৃতি দর্শনের প্রতিক্রিয়াকে দরূদ পাঠে স্বাগত জানাইতেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মহব্বৎ তাঁহার যে কোন উম্মতের অন্তরে থাকিবে তাহার অবস্থা তদ্রূপ হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক। মক্কা-মদীনায় হযরতের অসংখ্য স্মৃতি ও স্মরণ-স্বাক্ষর চিরবিদ্যমান রহিয়াছে; এতদ্ভিন্ন হযরতের মোবারক নাম, হযরতের হাদীছ, হযরতের বৈশিষ্ট্যাবলী এবং হযরতের যে কোন আলোচনা সবই হযরতের স্মৃতি ও স্মরণ-স্বাক্ষর। প্রত্যেক উম্মতকে সেই সব ক্ষেত্রসমূহে আসমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভূমিকা ও আদর্শের অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়—

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ صَلَّى اللّٰهُ

عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

হজ্জ বা জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন কালের দোয়া

৯২১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জেহাদ হইতে কিম্বা হজ্জ বা ওমরা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে চলার পথে কোন উঁচু টিলা অতিক্রম করিলে ঐ স্থানে তিনবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করিতেন, অতঃপর এই দোয়া পড়িতেন—

---

* হজ্জ উপলক্ষে মিকাত হইতে শুধু ওমরার এহরাম বাধিয়া মক্কায় পৌঁছিলে ওমরার কার্য্যদ্বয় আদায় করিলেই চুল ফেলিয়া ওমরার এহরাম খুলিয়া ফেলিতে হয়। তারপর হজ্জের জন্য নূতন এহরাম বাধিতে হয়, উহার সর্বশেষ তারিখ হইল ৮ই জিলহজ্জ; ইহার পূর্বেও এহরাম বাঁধা যায়। আসমা (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে তাঁহাদের এই এহরাম জিলহজ্জের চার কিম্বা পাঁচ তারিখে ছিল।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ

وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ ـ

অর্থঃ—আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই, তিনি এক—তাঁহার কোন শরীক নাই। রাজত্ব ও প্রভুত্ব একমাত্র তাঁহারই এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁহারই জন্য, তিনি সর্বশক্তিমান। আমরা (তাঁহারই কৃপায়) প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হইয়াছি। আমরা নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে তাঁহার দরবারে তওবাকারী ও ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা তাঁহার এবাদৎ বন্দেগী ও দাসত্ব শৃঙ্খলে চিরকাল আবদ্ধ থাকিব, তাঁহার বরাবরে চিরকাল সর্বাঙ্গে ও সর্বান্তঃকরণে নত থাকিব।

আমরা চিরকাল আমাদের রক্ষাকর্তা পালনকর্তার গুণগান করিব। তিনি স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছেন যে, তিনি স্বীয় বন্দাকে সাহায্য দান করিয়াছেন এবং শত্রুদলসমূহকে একমাত্র নিজ শক্তি ও ক্ষমতা বলে পরাজিত করিয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যাঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপরোক্ত দোয়ার শেষ বাক্য কয়টির মধ্যে বস্তুতঃ একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত ছিল। খন্দকের জেহাদের ঘটনা—আরবের সমস্ত বস্তি ও গোত্রের লোকেরা একত্র হইয়া স্থির করিল যে, প্রত্যেক গোত্র ও বস্তি হইতে বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী যোদ্ধাগণের সমবায়ে একটি বিপুল সংখ্যক সৈন্যদল গঠন করা হইবে। অতঃপর অতর্কিতে এক সঙ্গে সমগ্র মদীনার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া লইয়া আক্রমণ পরিচালনা করা হইবে। এইরূপে মোসলমানদের বিরুদ্ধে ১৫।২০ হাজার শত্রু সেনার এক বিভীষিকাপূর্ণ বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। সারা মদীনায় তখন মোসলমানদের সংখ্যা মাত্র ৩০০০ তিন হাজার। মদীনার শক্তিশালী ও ধনী অধিবাসী ইহুদীরা এত দিন মোসলমানদের মিত্র ছিল, এই সুযোগে তাহারাও শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে মোসলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার উদ্দেশ্যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিল। এইরূপে মুষ্টিমেয় নগণ্য সংখ্যক মোসলমান ভিতর ও বাহিরের বিরাট ও শক্তিশালী শত্রুদলের কবলে পড়িয়া তাহাদের শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়া পড়িল।

এইরূপ অসহায় অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদিগকে শুধু রক্ষাই করিলেন না বরং শত্রুদলকে এরূপ বেকায়দায় ফেলিলেন যে, বহিঃশত্রুদল অসহনীয় কষ্ট ক্লেশ ও দুঃখ-যাতনায় পরিবেষ্টিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল এবং গৃহশত্রুদল—ইহুদীরা মোসলমানদের হাতে পরাজিত হইয়া লাঞ্ছিত ও নিশ্চিহ্ন হইল। (ঘটনার বিবরণ ইনশা আল্লাহ তায়ালা

তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবে।) খন্দক-জেহাদের মূল শত্রু পক্ষ পলায়ণ করিলে রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ বাক্যসমূহ দ্বারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ছফর ও ভ্রমণ অবস্থায় নানা কষ্ট-ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইয়া প্রত্যাবর্তনের সুযোগ লাভ ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম করুণার প্রতীক ঐ ঘটনার স্মৃতি স্মরণ পূর্বক উহার প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করার উদ্দেশ্যেই এখানে ঐ বাক্যগুলি শামিল করা হইয়াছে।

হাজীদের আগমন এবং প্রত্যাবর্তনে অগ্রগামী হইয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা

৯২২। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায়-হজ্জে) মক্কায় পৌঁছাকালে আবদুল মোত্তালেব বংশীয় কতিপয় তরুণ তাঁহাকে অগ্রগামী হইয়া সম্বর্দ্ধনা জানায়। নবী (দঃ) স্বীয় বাহনে তাহাদের একজনকে সম্মুখে আর একজনকে পেছনে বসাইয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন।

হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনে বাড়ী উপস্থিত হওয়া

শুধু হজ্জই নহে, বরং সর্বক্ষেত্রেই বিদেশ হইতে আগমনে গভীর রাত্রে বাড়ী না পৌঁছিয়া পারিলে তাহাই উত্তম এবং নবী (দঃ) সেই পরামর্শই ছিয়াছেন; এক হাদীছে তাহা উল্লেখ আছে। হাদীছটি ষষ্ঠ খণ্ডে—كتاب النكاح বিবাহ অধ্যায়ে ইন্‌শা আল্লাহ তায়ালা অনুদিত হইবে। বিদেশ হইতে বাড়ী উপস্থিত হওয়ার উত্তম সময় সকাল বেলা কিম্বা বিকাল বেলা।

৯২৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কার যাত্রাকালে মদীনার অনতিদূরে জুল-হোলায়ফায় (বর্তমান বাবুল) গাছের নিকটস্থ মসজিদ স্থানে (আছর) নামায পড়িয়াছেন। আর মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনে সেই জুল-হোলায়ফার নিম্ন প্রান্তরে ভোর পর্য্যন্ত রাত্রি যাপন করিয়াছেন এবং তথায় নামায পড়িয়াছেন।

৯২৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদেশ হইতে গভীর রাত্রে পরিবার-পরিজনে আসিতেন না; সকাল বেলা কিম্বা বিকাল বেলা আসিতেন।

৯২৫। হাদীছ ঃ—ছাহাবী বরা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের মদীনাবাসীদের (একটি কুসংস্কার খণ্ডন) সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল। মদীনাবাসীরা হজ্জের ছফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহারা স্বীয় ঘরের দরওয়াজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিত না, বরং পশ্চাদ দিকে পথ করিয়া সেই পথে ঘরে প্রবেশ করিত। একজন মদীনাবাসী

ছাহাবী প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘরের সম্মুখ দিকেরই দরওয়াজা দিয়া প্রবেশ করিল ; সেজন্য তাহার নিন্দা করা হইল। তাই এই আয়াত নাজেল হইল--

لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ـ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

"ঘরের পশ্চাত দিক দিয়া প্রবেশ করা কোন নেক কাজ নহে, পরহেজগারী অবলম্বন করা হইল নেক কাজ, ঘরে প্রবেশ করিতে উহার দরওয়াজা দিয়াই প্রবেশ কর।" (২ পাঃ ৮ রুঃ)

৯২৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বিদেশ ভ্রমণ অতি কষ্টকর ; পানাহারে ব্যাঘাত ঘটায়, নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। অতএব প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে যথাসত্বর পরিবার-পরিজনে ফিরিয়া আসিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—কোন নেক কাজের উদ্দেশ্যে বা শরীয়ত সম্মত কোন উত্তম উদ্দেশ্যে বিলম্ব করা প্রয়োজনের মধ্যেই শামিল।

এহরাম বাঁধার পর কাবা শরীফ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে প্রতিবন্ধকের সম্মুখী ব্যক্তি কি করিবে ?

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ـ

অর্থ ঃ—যদি তোমাদের কেহ (হজ্জ বা ওমরার এহরাম বাঁধিবার পর প্রতিবন্ধকের দরুণ কাবা পর্য্যন্ত পৌছিতে) অক্ষম হইয়া পড়ে তবে তাহাকে অবশ্যই পাঠাইতে হইবে একটি সহজসাধ্য কোরবাণীর জানোয়ার এবং যাবৎ ঐ কোরবাণীর জানোয়ার জবেহ হওয়ার নির্দ্ধারিত স্থানে (—হরম শরীফের সীমার ভিতর পৌছিয়া জবেহ হইয়া) না যায় তাবৎ সে ব্যক্তি মাথার চুল মুড়াইতে তথা এহরাম ভঙ্গ করিতে পারিবে না। (২ পাঃ ৮ রুঃ)

আতা (রঃ) নামক প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বলিয়াছেন—শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া বা রোগগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি যে কোন প্রতিবন্ধকের দরুণ কাবা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে অক্ষম হইলে উক্ত আয়াতের আদেশ কার্য্যকরী হইবে।

৯২৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র ওবায়দুল্লাহ (রঃ) এবং সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, উমাইয়া বংশের সিরিয়া কেন্দ্রিক শাসন ক্ষমতার বিরুদ্ধে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) পবিত্র মক্কা নগরীতে ভিন্ন শাসন ক্ষমতা

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উমাইয়া বংশের আমীর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের সময় তাহার প্রতিনিধি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর আক্রমণ চালাইতেছিল; সেই ঘটনা প্রবাহের বৎসর আমাদের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হজ্জ করিতে উদ্যোগী হইলেন। আমরা তাঁহাকে বলিলাম, এই বৎসর হজ্জ না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না; (আপনি এই বৎসর হজ্জ হইতে বিরত থাকুন।) আমাদের আশংকা হয়, আপনি এই বিশৃঙ্খলা ও অশান্তিপূর্ণ অবস্থায় মক্কায় পৌঁছিতে সক্ষম হইবেন না। এতচ্ছ্রবণে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই আশঙ্কা আমাকে বিরত রাখিতে পারিবে না। (কারণ, মক্কা বিজয়ের পূর্বে কাফের শত্রুগণ কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির আশঙ্কা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও) আমারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলাম। হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছিলে পর কাফেররা আমাদিগকে বাধা প্রদান করিল, আমরা কাবা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিলাম না। আমরা সকলেই এহরাম অবস্থায় ছিলাম এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোরবাণীর জানোয়ারও ছিল। (আমরা মক্কায় পৌছিয়া ওমরা আদায় করিতে সক্ষম না হওয়ায় ঐ স্থানেই এহরাম ভঙ্গের ব্যবস্থা করিলাম।) নবী (দঃ) স্বীয় কোরবাণীর জানোয়ার জবেহ করিলেন এবং মাথা মুড়াইয়া এহরাম ভঙ্গ করিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, তোমরা সাক্ষী থাকিও— আমি ইন্‌শা আল্লাহ তায়ালা ওমরা করার দৃঢ় সংকল্প লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিতেছি। যদি কাবা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হই তবে ওমরা আদায় করিব এবং যদি বাধাপ্রাপ্ত হই তবে আমিও ঐরূপই করিব যেরূপ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উপরোক্ত ঘটনার সময় করিয়াছিলেন। অতঃপর জুল-হোলায়ফা তথা মদীনাবাসীদের মিকাতে পৌছিয়া তিনি ওমরার এহরামই বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কিছুক্ষণ পর বলিলেন, কাবা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে অক্ষম হইলে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের জন্য একই বিধান রহিয়াছে। (তখন যেহেতু হজ্জের সময় নিকটবর্তী,) তাই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ওমরার সঙ্গে হজ্জে-কেরাণের নিয়্যত করিলেন।

অতঃপর তাঁহার মক্কায় পৌঁছিতে কোন বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি হইল না। তিনি হজ্জে কেরানের সমুদয় কার্য্যাবলী সমাধা করিয়া ১০ই জিলহজ্জ কোরবাণী করার পর ওমরা ও হজ্জ উভয় এহরাম হইতে মুক্ত হইলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এখানে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন উহা ষষ্ঠ হিজরী সনের ঘটনা। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন

এবং মাথা মুড়াইয়া এহরাম খুলিতেছেন। নবীর স্বপ্ন অকাট্য সত্য—অহী, উহা মিথ্যা হইতে পারে না। মক্কা নগরী তখন রক্ত পিপাসু শত্রু কাফেরদের করতলগত থাকা সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং প্রায় পনর শত ছাহাবী তাঁহার সহগামী হইলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া মক্কার অনতিদূরে ১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত হোদায়বিয়া নামক স্থানে* পৌঁছিলে পর তখন মক্কায় পৌঁছিবার সমুদয় চেষ্টা তদবীরই বিফল হয়। অতএব তিনি ওমরা আদায় না করিয়া এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন এবং (ঐ ময়দানের কিয়দাংশ যেহেতু হরম শরীফের সীমানাভুক্ত; সুতরাং) সেই স্থানেই কোরবাণীর জন্য আনিত জানোয়ার জবেহ করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন।

নবীগণের স্বপ্ন অকাট্য সত্য—অহী হইয়া থাকে এবং এই ঘটনায়ও তাহাই ঘটিয়াছিল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বপ্নে শুধু ইহাই দেখিয়াছিলেন যে, মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন। পরন্তু ইহা কোন সময় বা কোন বৎসর অনুষ্ঠিত হইবে তাহা স্বপ্নে ব্যক্ত হইয়াছিল না। কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বপ্নের অনতিকাল পরেই ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে যাত্রা করায় অনেকেই এই ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন যে, স্বপ্নের মর্ম এই বৎসরই প্রতিফলিত হইবে। তাঁহাদের ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হইল বটে, কিন্তু হযরতের মূল স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়ার ব্যবস্থা হইল। এই ঘটনা উপলক্ষে উভয় পক্ষ একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হইল এবং চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পরবর্তী বৎসর হযরত (দঃ) ওমরা করিলেন। তৎপরবর্তী বৎসর অষ্টম হিজরী সনে ত মক্কা জয় করিয়া উহার সমুদয় কর্তৃত্বই হস্তগত করিলেন। এইরূপে অহী পরিগণিত স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইল। বিস্তারিত বিবরণ ইনশা-আল্লাহ তায়ালা তৃতীয় খণ্ডে "হোদায়বিয়ার ঘটনা" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

হজ্জ বা ওমরার এহরাম বাঁধার পর কোন ব্যক্তি মক্কায় পৌঁছিয়া হজ্জ বা ওমরা আদায় করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলে প্রথমতঃ তাহার এই চেষ্টাই করিতে হইবে যে, অন্ততঃ মক্কা শরীফ যাইয়া তওয়াফ ও ছায়ী করার সুযোগ লাভ করিতে পারে কি না। যদি পারে তবে তাহা করিয়া মাথা মুড়াইলে এহরাম মুক্ত হইরা যাইবে। যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে তাহার জন্য এহরাম হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? এবং কি করিতে হইবে? এই বিষয়ে হানাফী মজহাব মতে কতিপয় মছআলাহ লেখা হইতেছে।

মছআলাহঃ— শুধু হজ্জ বা শুধু ওমরার এহরামে যদি হরমের এলাকা হইতে দূরে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তবে সে এক বৎসর বয়সের ছাগল বা দুই বৎসর বয়সের গরু, মহিষ বা পাঁচ বৎসর বয়সের উট বা ঐরূপ কোন একটি গৃহপালিত পশু হরম শরীফে ক্রয় করার মূল্য কোন আস্থাবান মানুষের মারফৎ হরম শরীফে পাঠাইবে এবং সেই পশুটি হরম শরীফের

এলাকায় জবেহ করার জন্য সম্ভাব্য রকমের তারিখ ও সময় ঐ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিবে। ঐ ব্যক্তি এই সব বিষয় সম্মত হইয়া মক্কাভিমুখে চলিয়া যাওয়ার পর বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এহরাম অবস্থায়ই অপেক্ষমান থাকিবে। উল্লিখিত পশু জবেহ করার নির্দ্ধারিত তারিখ ও সময় অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর সে স্বীয় এহরাম হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে, ঐ সময় এহরাম ভঙ্গের সাধারণ নিয়ম—মাথা মুড়াইয়া ফেলা উত্তম।

মছআলাহ ঃ—যদি হজ্জে-কেরাণ অর্থাৎ হজ্জ ও ওমরা উভয়ের একত্র এহরামে ঐ অবস্থা হয় তবে উল্লিখিত রকমে দুইটি পশু জবেহ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মছআলাহ ঃ—প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন ব্যক্তির জন্য এহরাম হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় উহাই যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে অর্থাৎ একটি পশু হরম শরীফের এলাকায় জবেহ করায় ব্যবস্থা করা *। ইহা ব্যতীত এহরাম মুক্ত হওয়ার আর কোন উপায় নাই, তাই এই ব্যবস্থার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। যদি উহা কোন প্রকারেই সম্ভব না হয় বা ঐ কার্যের জন্য কোন লোক পাওয়া না যায় তবে কোন কোন আলেমের এরূপ মত আছে যে, সাময়িকরূপে প্রতিবন্ধকতার বা সম্ভাব্য স্থানেই একটি পশু জবেহ করিয়া এহরাম মুক্ত হইবে। অতঃপর হরম শরীফে জবেহ করার সুযোগ প্রাপ্তে পুনরায় আর একটি ঐরূপ পশু হরম শরীফে জবেহ করিবে।

মছআলাহ ঃ—উল্লিখিত আকারে পশু জবেহ করিয়া শুধু এহরাম মুক্ত হইবে বটে, কিন্তু পরিত্যক্ত এহরাম নফল বা ফরজ যে কোন প্রকারের হজ্জ বা ওমরার এহরামই হইয়া থাকুক না কেন উহার কাজা অবশ্য অবশ্যই করিতে হইবে, যাহার নিয়ম নিম্নরূপ। যদি শুধু ওমরার এহরাম ছিল তবে উহার কাজা একটি ওমরাই করিতে হইবে। যদি শুধু হজ্জের এহরাম ছিল, চাই ফরজ বা নফল, তবে অন্য বৎসর উহার কাজা করিতে একটি হজ্জ ও একটি ওমরা করিতে হইবে। অবশ্য পরিত্যক্ত এহরাম ফরজ হজ্জের থাকিলে অন্য বৎসর উহা পূরণ করার সময় কাজার নিয়্যত করিবে না। যদি পরিত্যক্ত এহরাম হজ্জে কেরাণ তথা হজ্জ ও ওমরার এহরাম ছিল তবে অন্য বৎসর একটি হজ্জ ও দুইটি ওমরা করিতে হইবে। ইহা হানাফী মজহাবের মছআলাহ; কোন কোন ইমামের মজহাবে ফরজ হজ্জ না হইলে উহা কাজা করা বাধ্যতামূলক নহে।

---

* ইহা হানাফী মজহাবের সিদ্ধান্ত: অন্য মজহাবে উক্ত পশু জবেহ করা হরম শরীফের সীমার ভিতর নির্দ্ধারিত নহে, বরং প্রতিবন্ধকের স্থানে বা যথায় সম্ভব হয় তথায়ই জবেহ করিবে। ইমাম বোখারী (রঃ) উভয় মজহাবই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, উপরোল্লিখিত হাদীছের ঘটনায় রসুলুল্লাহ (দঃ) যেই ময়দানে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তথায় পশু জবেহ করিয়াছিলেন—অর্থাৎ হোদায়বিয়ার ময়দান উহার এক অংশ হরম শরীফের বাহিরে বটে, কিন্তু অপর অংশ হরম শরীফের সীমার ভিতরেই অবস্থিত।

৯২৮। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (হিজরী ছয় সনে) ওমরা করিতে যাইয়া বাধাপ্রাপ্ত হইলে স্বীয় কোরবাণীর পশু জবেহ করতঃ মাথার চুল ফেলিয়া এহরাম ভাঙ্গিয়া দিলেন। (তখন সব কিছুই তাঁহার জন্য হালাল হইয়া গেল ;) তিনি স্ত্রী-ব্যবহারও করিতে পারিলেন। অতঃপর পরবর্তী বৎসর ওমরা আদায় করিলেন।

প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন ব্যক্তিকে মাথার চুল কাটিবার পূর্বে কোরবাণী করিতে হইবে

৯২৯। হাদীছ ঃ—মেছওয়ার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (ষষ্ঠ হিজরী সনের ওমরায় বাধাপ্রাপ্ত হইলে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (এহরাম মুক্ত হওয়ার জন্য) মাথার চুল ফেলিবার পূর্বেই পশু জবেহ করিয়াছিলেন। নিজেও তিনি তাহা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গী ছাহাবীদেরকেও ঐরূপ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

রোগ বা মাথায় উকুনের আধিক্যে চুল ফেলিতে হইলে ?

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন—

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ -

অর্থ ঃ কোন ব্যক্তি রোগের দরুণ বা মাথায় কষ্টদায়ক বস্তুর আবির্ভাবে (মাথা মুড়াইতে) বাধ্য হইলে (সে এহরামে থাকাবস্থায় মাথা মুড়াইতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে এই সুযোগ গ্রহণের) কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে, তথা রোযা রাখিবে বা খয়রাত দান করিবে বা কোরবাণী করিবে। (২ পাঃ ৮ রুঃ)

৯৩০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মা'কেল (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি কা'য়াব ইবনে ওজরা (রাঃ) ছাহাবীর নিকট বসিলাম এবং তাঁহাকে মাথা মুড়ানোর কাফ্ফারা আদায় করার বিধানযুক্ত (উপরোল্লিখিত) আয়াতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আয়াতের বিধান সকলের জন্য বটে, কিন্তু উহা আমারই অবস্থা দৃষ্টে নাযেল হইয়াছিল। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এহরাম অবস্থায় ছিলাম ; আমার মাথায় অত্যধিক উকুন জন্মিয়া গেল, (আমার মনে হইতেছিল ; প্রতিটি চুল আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত উকুনে ভরিয়া গিয়াছে, এমন কি মাথার উকুন আমার নাকে-মুখে ঝরিয়া পড়িতেছিল।) এমতাবস্থায় আমাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করা হইল। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, তোমার কষ্ট যেরূপ দেখিতেছি তদ্রূপ আমি ভাবিয়াছিলাম না। এই উপলক্ষেই উক্ত আয়াত নাযেল

হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি মাথা মুড়াইয়া ফেল এবং তিনটি রোযা কর কিম্বা প্রতি মিছকীনকে অর্দ্ধ ছা' (এক সের চৌদ্দ ছটাক) হিসাবে ছয়জন মিছকীনকে তিন ছা' পরিমাণ খাদ্য বস্তু (গম) দান কর কিম্বা একটী কোরবাণী (করিয়া দান) কর।

হজ্জের সফরে সংযমশীল হওয়া আবশ্যক

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ -

অর্থ—হজ্জ করাকালীন অর্থাৎ এহরাম অবস্থায় বিশেষরূপে নির্লজ্জ কার্য্য বা কথাবার্তা—এমনকি স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে স্ত্রী-সুলভ ব্যবহার ও কথাবার্তা হইতে এবং অন্যায় অবিচার ও ঝগড়া-বিবাদ হইতে সংযমী থাকিতে হইবে। (২ পাঃ ৯ রুঃ)

এতদ্ভিন্ন ৭৯৫ নং হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে হজ্জের যে ফজীলত—সারা জীবনের গোনাহ মাফ হইয়া যাওয়া; এই ফজীলত হাসিল হওয়ার শর্ত হইল পূর্ণ সংযমশীলতার সহিত হজ্জ সমাপন করা; হজ্জের সময় কোন প্রকার গালাগালি না করা, কাহেশা কথা না বলা।

এহরাম অবস্থায় বন্যজীব বধ করিলে কাফ্ফারা দিতে হইবে

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ - وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ - عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ - أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ - وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا - وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ -

অর্থ—হে মোমেনগণ! তোমরা এহরাম অবস্থায় কোন বন্যজীব হত্যা করিতে পারিবে না। তোমাদের কেহ ইচ্ছাকৃত ঐরূপ করিলে বধকৃত জীবের সমপরিমাণ (মূল্যের) কাফ্ফারা দিতে হইবে। সেই পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবেন দুইজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। সেই

পয়সার (দ্বারা একটী জীব ক্রয় করিয়া) জীবটি কোরবাণী (তথা ছদকাহ) স্বরূপ কাবা তথা হরম শরীফের এলাকায় পৌঁছিতে (ও তথায় জবেহ হইতে) হইবে। কিম্বা (ঐ পয়সার দ্বারা ক্রয় করিয়া) মিছকীনদিগকে খাদ্য (প্রতি মিছকীনকে এক সের চৌদ্দ ছটাক হিসাবে গম বা উহার দ্বিগুণ অন্য বস্তু) কাফ্ফারারূপে দান করিবে। কিম্বা প্রতি মিছকীনের প্রাপ্যের হিসাবে এক একটি রোযা রাখিবে। এই কাফ্ফারা আদায়ের আদেশ এই উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে যেন সে স্বীয় কর্মের কুফল ভোগ করে। (এই বিধান ঘোষিত হইবার পূর্বে) যে যাহা কিছু করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা উহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (বিধান ঘোষিত হওয়ার পর) পুনরায় যে ব্যক্তি এরূপ কার্য্যে লিপ্ত হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহার শাস্তি বিধান করিবেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, শাস্তি-বিধানের মালিক।

পানির জীব শিকার করা ও খাওয়া তোমাদের জন্য (এহরাম অবস্থায়ও) হালাল করা হইয়াছে; তোমাদের সকলের—বিশেষতঃ পথিক ও মুছাফিরদের স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে। কিন্তু এহরাম অবস্থায় বন্যজীব হত্যা তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে। সকলে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভয় রাখিও যাঁহার সম্মুখে তোমাদের সকলেরই বিচারের জন্য একত্রিত হইতে হইবে। (৭ পাঃ ৩ রুঃ)

এহরামহীন ব্যক্তির শিকারকৃত বন্যজীবের গোশত এহরামযুক্ত ব্যক্তি খাইতে পারিবে

৯৩১। হাদীছ ঃ—আবু কাতাদাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন ষষ্ঠ হিজরী সনে ওমরার জন্য (মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলেন তখন আমার পিতা কাতাদাহ (রাঃ)ও তাঁহার সংগী ছিলেন। সকলেই নির্দিষ্ট স্থান জুল হোলায়ফা হইতে এহরাম বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু আমার পিতা (মক্কা পর্য্যন্ত যাইবেন ও ওমরা করিবেন এই বিষয় নিশ্চিত ছিলেন না বলিয়া) এহরাম বাঁধেন নাই। কিছু দূর পথ অতিক্রম করার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ একটি সংবাদ পাইলেন যে, একস্থানে কাফের শত্রুদল একত্রিত হইয়া আছে; তাহাদের আকস্মিক আক্রমণের আশঙ্কা হয়। তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সতর্কতা স্বরূপ একদল লোক সেদিকে পাঠাইয়া দিলেন; তন্মধ্যে আমার পিতাও ছিলেন। আমার পিতা এহরামহীন এবং সঙ্গীগণ এহরামযুক্ত। আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন—পথিমধ্যে আমার সঙ্গীগণ একটি বন্য গাধা দেখিতে পাইলেন। আমি যখন অনুভব করিলাম যে, আমার সঙ্গীগণ কোন বস্তু দেখাদেখি করিতেছেন, তখন আমি লক্ষ্য করিলাম এবং আমিও গাধাটিকে দেখিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ঘোড়ায় আরোহণ করিলাম; আমার চাবুকটি আমার হাত হইতে পড়িয়া গেল। সঙ্গীগণকে উহা

উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাঁহারা বলিলেন, আমরা এহরাম অবস্থায় আছি, তাই শিকারের জন্য আমরা কোন প্রকার সাহায্যই করিতে পারি না। তখন আমি ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া চাবুক উঠাইলাম এবং ঘোড়ায় পুনঃ আরোহণ করিয়া গাধাটির প্রতি ধাবিত হইলাম এবং উহাকে বর্শাঘাতে কাবু করিয়া ফেলিলাম। অতঃপর উহাকে লইয়া সঙ্গীগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। কেহ কেহ ইহা খাইতে রাজি হইলেন, কেহ কেহ এহরাম অবস্থায় শিকারের গোশত খাওয়া যায় না ধারণা করিয়া বিরত রহিলেন।

এদিকে আমরা দীর্ঘ সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইতে লাগিলাম, তাই আমি স্বীয় ঘোড়া দ্রুতবেগে হাঁকাইলাম। পথিমধ্যে একজন লোক মারফত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোথায় অবস্থান করিতেছেন তাহার খোজ পাইয়া দ্রুত সেইস্থানে যাইয়া পৌঁছিলাম এবং আরজ করিলাম ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার সঙ্গী—আপনার ছাহাবীগণ আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন, আপনার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহারা আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন, আপনি তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করুন।

অতঃপর আমি বন্য গাধা শিকারের ঘটনা বলিলাম, সঙ্গীগণও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, আবু কাতাদাহ এহরাম বাঁধে নাই, সে একটি বন্য গাধা শিকার করিয়াছিল; আমরা উহা হইতে কিছু খাইয়াছি, অতঃপর আমরা সন্দিহান হইলাম যে, এহরাম অবস্থায় আমরা শিকারের গোশত কিরূপে খাইতে পারি? এই ভাবিয়া অবশিষ্ট গোশত আমরা খাই নাই, সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিয়াছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কেহ আবু কাতাদাহকে শিকার করার আদেশ করিয়াছিল কি? বা তাহাকে শিকারের প্রতি ইশারা করিয়াছিল কি? (বা কেহ তাহাকে কোনরূপ সাহায্য করিয়াছিল কি? বা শিকার বধ করিতে কেহ কোনরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছিল কি?) সকলেই না, না—বলিয়া উত্তর করিল। তখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে উহা খাইবার অনুমতি দান করিলেন।

মছআলাহ ঃ—এহরাম অবস্থায় কোন বন্যজীব শিকার করা হারাম, কোন শিকারীকে শিকারের প্রতি ইশারায় দেখাইয়া দেওয়াও হারাম, শিকারের আদেশ করা বা শিকারীকে কোন প্রকার সাহায্য করাও হারাম।

মছআলাহ ঃ—এহরাম অবস্থার ব্যক্তিরা কোন শিকার দেখিয়া হাসা-হাসি করিল যাহাতে এহরামহীন ব্যক্তি শিকার সম্পর্কে বুঝিয়া ফেলিল এবং উহা শিকার করিল—ইহাতে দোষ হইবে না।

মছআলাহ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, গৃহপালিত জীব—উট, বকরী, গাভী, মুরগী ইত্যাদি এহরাম অবস্থায় জবেহ করা জায়েয।

এহরামওয়ালা ব্যক্তি জীবিত বন্যজীব গ্রহণ করিবে না

৯৩২। হাদীছ ঃ—ছায়া'ব ইবনে জাছ্ছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে পথিমধ্যে একটি (জীবিত) বন্য গাধা হাদিয়া বা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা গ্রহণ করিলেন না; রসুলুল্লাহ (দঃ) দাতার চেহারার উপর হাদিয়া গ্রহণ না করার প্রতিক্রিয়ার ভাব লক্ষ্য করিতে পারিয়া তাহাকে প্রবোধ দিলেন যে, তোমার হাদিয়া গ্রহণ না করার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা এহরাম অবস্থায় আছি।

এহরাম অবস্থায় এবং হরম শরীফে যে সব জীব বধ করা যায়েয

৯৩৩। হাদীছ ঃ— عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيْ قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ اَلْغُرَابُ وَالْحِدَاَةُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পাঁচ প্রকার জীব আছে যাহা এহরাম অবস্থায়ও বধ করা জায়েয—(১) কাক, (২) চিল, (৩) ইঁদুর (৪) বিচ্ছু ও কামড়ানের আশংকাময় শ্রেণীর কুকুর।

৯৩৪। হাদীছ ঃ— عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ اَلْغُرَابُ وَالْحِدَاَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পাঁচ প্রকার জীব আছে যাহার প্রত্যেকটিই দুষ্ট প্রকৃতির; উহাদিগকে হরম শরীফের সীমার ভিতরেও বধ করা যায়েয—(১) কাক, (২) চিল, (৩) বিচ্ছু, (৪) ইঁদুর ও (৫) কামড়ানের আশংকাময় শ্রেণীর কুকুর।

৯৩৫। হাদীছ ঃ—হাফছাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পাঁচ প্রকার জীব আছে, যাহা যে কেহই বধ করিতে পারে—তাহাতে গোনাহ হইবে না। কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু এবং কামড়ানের আশংকাময় শ্রেণীর কুকুর।

৯৩৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায়-হজ্জের নবম তারিখের রাত্রে) আমরা মিনাস্থিত কোন এক পাহাড়ের গর্তে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বসিয়াছিলাম; হঠাৎ তাঁহার প্রতি ছুরা "ওয়াল-মোরছালাত" নাযেল হইল। হযরত (দঃ) ঐ ছুরাটি আমাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিতেছিলেন এবং আমরা তাঁহার নিকট হইতে উহা মুখস্থ করিয়া লইতেছিলাম, এমতাবস্থায় আমাদের সম্মুখে একটি সর্প বাহির হইয়া আসিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন, উহাকে বধ কর। সকলেই উহার প্রতি ধাবিত হইল, কিন্তু সর্পটি দ্রুত পলাইয়া রক্ষা পাইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা যেরূপ উহার দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হও নাই; তদ্রূপ সেও তোমাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইল না।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছ ব্যতীত অন্যান্য হাদীছেও হরম শরীফে এবং এহরাম অবস্থায় সর্প মারার অনুমতি স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। উল্লিখিত জীবসমূহ হরম শরীফে এবং এহরাম অবস্থায় বধ করার অনুমতি স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত আছে। আরও কি কি কষ্টদায়ক দুষ্ট প্রকৃতির জীব হত্যা করা জায়েয তাহা নির্দ্ধারণের মধ্যে ইমামগণের মতভেদ আছে; তাই বিবেক খাটাইয়া কোন জীব মারিবে না।

হরম শরীফের সীমার ঘাস-পাতা, তরুলতা, বট-বৃক্ষ কাটিবে না উহার কোন অংশও ছিন্ন করিবে না*

৯৩৭। হাদীছ ঃ—আবু শোরাইহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর দিন একটি বিশেষ ভাষণ দান করিয়াছিলেন। ভাষণ দানকালে আমি নিজ চোখে হযরত (দঃ) কে দেখিয়াছি, নিজ কানে তাঁহার সেই ভাষণ শুনিয়াছি এবং বিশেষরূপে স্মরণ রাখিয়াছি।

ভাষণের প্রথমে তিনি আল্লাহ তায়ালার ছানা-ছিফৎ ও প্রশংসা করিয়া বলিলেন—তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এই মক্কা নগরীকে হরম শরীফ তথা বিশেষ সম্মানিত ও সুরক্ষিত স্থানরূপে সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। মক্কা নগরীর এই বিশেষত্ব কোন মানুষের সাব্যস্তকৃত নহে; অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ বিচারের দিনের প্রতি বিশ্বাসী হইবে তাহার জন্য কখনও জায়েয বা হালাল হইবে না যে, সে মক্কা নগরীর মধ্যে কোন প্রকার হত্যা-কার্য্য করে বা উহার কোন উদ্ভিদের ক্ষতি সাধন করে। (হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়া দিলেন যে—) কোন ব্যক্তি যদি আল্লার রসুল কর্তৃক যুদ্ধ পরিচালনার ঘটনা দ্বারা নিজের জন্যও ঐরূপ করা জায়েয মনে করিতে প্রয়াস পায়, তবে তাহাকে স্পষ্টরূপে জানাইয়া দিও যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য বিশেষরূপে ঐ অনুমতি দান করিয়াছিলেন, তোমাদের পক্ষে মুহূর্তের জন্যও ঐরূপ অনুমতি দান করেন নাই। আমার জন্য যে অনুমতি দান করা হইয়াছিল

* রোপন ও বপন করা বা রোপন ও বপন জাতীয় বৃক্ষে ও উদ্ভিদে এই আদেশ প্রযোজ্য নহে।

তাহাও শুধু নির্দিষ্ট দিনের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অতঃপর এই নগরীর সেই মহত্ব এবং বিশেষরূপে সম্মানিত ও সুরক্ষিত হওয়া পূর্বের ন্যায় (আমার এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য) বলবৎ হইয়াছে এবং ইহা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। (অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন—) উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের একটি বিশেষ কর্তব্য এই হইবে যে, আমার এই ভাষণের বিষয় বস্তু অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে পৌঁছাইতে থাকে।

মছআলাহ ঃ—হরম শরীফের কোন বন্যজীবকে তাড়া করা জায়েয নহে। ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাগের্দ একরেমা (রঃ) বলিয়াছেন, হরম শরীফের সীমার মধ্যে কোন পশু পক্ষী কোন স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে থাকিলে তথা হইতে উহাকে তাড়াইয়া দেওয়া জায়েয নহে। (২৪৭ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—হরম শরীফের সীমার ভিতর লড়াই করা জায়েয নহে।

এহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করা

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবী স্বীয় পুত্রের জন্য তাহার এহরাম অবস্থায় তপ্ত লৌহের দ্বারা দাগ লাগানোর চিকিৎসা-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মছআলাহ ঃ—এহরাম অবস্থায় সুগন্ধবিহীন যে কোন ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

৯৩৮। হাদীছ ঃ—ইবনে বোহায়না (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরাম অবস্থায় 'লাহয়্যে-জামাল' নামক স্থানে পৌঁছিয়া (মাথার ব্যথার দরুণ) স্বীয় মাথার মধ্যস্থলে রক্ত মোক্ষণ করিয়াছিলেন।

মছআলাহ ঃ—যে কোন প্রকারের চিকিৎসাই এহরাম অবস্থায় গ্রহণ করা যায়, কিন্তু সতর্ক থাকিতে হইবে, চুল বা লোম কাটা না পড়ে। চুল বা লোম কাটার আবশ্যক হইলে নির্দ্ধারিত বিধান মতে উহার কাফ্ফারা আদায় করিবে।

এহরাম অবস্থায় বিবাহ করা

৯৩৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাহহে অসাল্লাম মাইমুনা (রাঃ)কে এহরাম অবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—বিবাহের শুধু ইজাব-কবুল সম্পন্ন করা এহরাম অবস্থায় জায়েয।

এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ

৯৪০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ইয়া রসুলাল্লাহ! এহরাম অবস্থায় কিরূপ কাপড় পরিধান করার আদেশ করেন? তদুত্তরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি ব্যবহার করিও না এবং যদি কাহারও জুতা না থাকে তবে চামড়ার মোজা পায়ের পৃষ্ঠের উঁচু হাড় এবং দুই পার্শ্বের গিটদ্বয় উন্মুক্ত থাকে এইভাবে উপরের অংশ কাটিয়া ফেলিয়া উহা ব্যবহার করিতে পারিবে। আর এমন বস্তু ব্যবহার করিবে না

যাহাকে জাফরান বা "ওয়ারস" নামক উদ্ভিদ জাতীয় বস্তুর রং স্পর্শ করিয়াছে। (কারণ উক্ত বস্তুদ্বয় সুগন্ধিময়।) নারীগণ বিশেষ পর্দার জন্য সাধারণতঃ মুখের উপর পর্দা (ব্যবহার করে) এবং হাত মোজা (ব্যবহার করিয়া থাকে; এহরাম অবস্থায় সে ঐ সব) ব্যবহার করিবে না।

মছআলাহ ঃ—নারীদের জন্য মুখের উপর যে পর্দা ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে ইহার উদ্দেশ্য ঐরূপ পর্দা যাহা মুখের উপর লাগিয়া থাকে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ "এহরাম অবস্থায় পরিধেয়" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

এহরাম অবস্থায় গোসল করা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, এহরাম অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা সম্বলিত গোসল খানায় গোসল করিতে পারে।*

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) এহরাম অবস্থায় শরীর চুলকানোকে দূষণীয় মনে করিতেন না।×

৯৪১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে হোনাইন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও মেছওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) এর মধ্যে মকানৈক্য হইল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এহরাম অবস্থায় মাথা ধৌত করা যাইবে। মেছওয়ার (রাঃ) বলিলেন, এহরাম অবস্থায় মাথা ধৌত করা যাইবে না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে আবু-আইউব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট পাঠাইলেন আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, তিনি একটি কুপের নিকট গোসল করিতেছেন এবং তাঁহাকে পর্দা দ্বারা ঘেরাও করিয়া রাখা হইয়াছে। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে হোনাইন; আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আপনার নিকট এই বিষয় জ্ঞাত হওয়ার জন্য পাঠাইয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরাম অবস্থায় মাথা কি প্রকারে ধৌত করিতেন। তখন তিনি পর্দার কাপড়টি হাত দ্বারা চাপিয়া একটু নীচ করিয়া দিলেন যেন তাঁহার মাথা আমি দেখিতে পাই। তৎপর এক ব্যক্তিকে তাঁহার মাথার উপর পানি ঢালিতে বলিলেন; সে তাঁহার মাথায় পানি ঢালিয়া দিল। অতঃপর তিনি উভয় হাত দ্বারা সম্মুখের দিক হইতে পিছনের দিকে এবং পিছনের দিক হইতে সম্মুখের দিকে মাথার চুল নাড়া দিলেন এবং বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি এইরূপ করিতে দেখিয়াছি।

---

* অবশ্য অন্যান্য আলেমগণ এহরাম অবস্থায় শরীর মর্দন করতঃ ময়লা উঠাইয়া ফিটকাটের সহিত গোসল করা মকরূহ বলিয়াছেন।

× অবশ্য লক্ষ্য রাখিবে যে, লোম, চুল যেন ছিঁড়িয়া বা ঝরিয়া পড়িতে না পারে।

এহরামে পরিধানে চাদর না থাকিলে কি করিবে ?

৯৪২। **হাদীছ** ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আরফার মধ্যে যে খোৎবা তথা ভাষণ দিয়াছিলেন উহাতে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, পরিধেয় চাদর না থাকিলে পায়জামা পরিবে এবং জুতা না থাকিলে মোজা পায়ে দিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—জুতা না থাকাবস্থায় চামড়ার মোজা পায়ে দিতে পারিবে, কিন্তু উপরের অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে যাহার বিবরণ পূর্ব পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। তেমনি পরিধেয় চাদর না থাকিলে পায়জামা পরিবে, কিন্তু বিশেষ ধরণের টিলা পায়জামা হইলে উহাকে কাটিয়া চাদরের ন্যায় করিয়া লইবে, যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে পায়জামার আকারেই পরিধান করিবে, কিন্তু উহার জন্য ফিদ্‌ইয়া আদায় করিতে হইবে। যেমন ওজর বশতঃ মাথার চুল কামাইতে হইলে ফিদ্‌ইয়া আদায় করার মছআলাহ বর্ণিত হইয়াছে।

এহরাম অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখা

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী একরেমা (রঃ) বলিয়াছেন, শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র পরিধান করিবে, কিন্তু সেই জন্য নির্দ্ধারিত ফিদ্‌ইয়া দিতে হইবে। ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন, ফিদ্‌ইয়া দেওয়ার বিষয়ে অন্য কোন আলেম তাঁহার সঙ্গে একমত হন নাই। অর্থাৎ অন্যান্য সকল আলেমগণের মত এই যে, অস্ত্রশস্ত্র পরিধান করার দরুণ ফিদ্‌ইয়া দিতে হইবে না।

৯৪৩। **হাদীছ** ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ষষ্ঠ হিজরী সনে হোদায়বিয়ার প্রসিদ্ধ ঘটনা—) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিলকদ মাসে ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। (মক্কা হইতে মাত্র ১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত "হোদায়বিয়া" নামক স্থানে পৌছিলে পর কাফেররা নবী (দঃ)কে মক্কায় পৌছিতে বাধা দিল। শেষ পর্য্যন্ত) উভয় পক্ষে একটি সন্ধিপত্র লিখিত হইল, যাহার শর্তসমূহের মধ্যে ইহাও ছিল যে, মোসলমানগণ এই বৎসর এই স্থান হইতেই মদীনায় ফিরিয়া যাইবে। আগামী বৎসর ওমরা করার জন্য মক্কায় আসিতে পারিবে, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র খোলা অবস্থায় লইয়া আসিবে না—তরবারী ইত্যাদি কোষবদ্ধ রাখিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রসিদ্ধ হোদায়বিয়ার ঘটনার কিয়দাংশ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ইহার পূর্ণ বিবরণ ইন্‌শ-আল্লাহ তায়ালা তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবে।

উল্লিখিত হাদীছে বলা হইয়াছে, পর বৎসর মোসলমানগণ তরবারি ইত্যাদি কোষবদ্ধ রাখিয়া মক্কায় প্রবেশ করিবে। ইহা দ্বারা এহরাম অবস্থায় অস্ত্র বহন জায়েয প্রমাণিত হয়।